

## সূরা হৃদ-১১

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

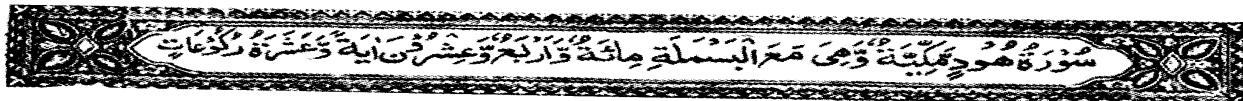
#### অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ

হয়রত ইবনে আবুস, আল হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদাহ এবং জাবির ইবনে যায়েদের মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য মোকাতিলের মতে এর ১৩, ১৮ এবং ১১৫ নং আয়াত ছাড়া সমস্ত সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর ধারণায় উল্লেখিত আয়াত তিনটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

#### বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহর নবী-রসূলগণের বিরুদ্ধবাদী লোকদের তিন শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (১) যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম করা হয়েছে, (২) যাদেরকে পুৱাপুরি অবকাশ দেয়া হয়েছিল, এবং (৩) যাদেরকে আংশিক ধৰ্ম করা হয়েছিল এবং আংশিক রক্ষা করা হয়েছিল। আলোচ্য সূরাটিতে প্রথম শ্ৰেণীৰ বিরুদ্ধবাদীদেৱ প্ৰসঙ্গ উপাপন কৱে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হৃদেৱ কওমকে এভাবে সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম কৱেছিলেৱ যে তাদেৱ কোন কিছুই আৱ অবশিষ্ট ছিল না এবং তিনি তাদেৱ পৰিবৰ্তে অন্য এক জাতিৰ উদ্ভূত কৱে তাদেৱ মাধ্যমে এক নৃতন কৰ্মকান্ডেৱ বা মানব সভ্যতাৰ এক নৃতন বুনিয়াদেৱ কাজ শুরু কৱেছিলেৱ। সূরাটিতে এ দিকেও ইঙ্গিত কৱা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা সব সময়ই মানুষকে পৰ্যবেক্ষণ কৱেন এবং তাদেৱ কাজকৰ্মেৰ অনুৱৰ্ত তাদেৱ সাথে ব্যবহাৰ কৱেন এবং সময় ও পৰিবেশেৰ চাহিদা মত তাদেৱ জন্য হেদায়াতেৰ বন্দোবস্ত যেহেতু মানুষেৰ মঙ্গলেৱ জন্যই জাৰী কৱা হয়, সেহেতু যারা এৱ সুফল থেকে ইচ্ছাকৃতভাৱে দূৰে সৱে যায় তারা এক ধৰনেৰ নৈতিক মৃত্যুবৰণ কৱে। এভাবেই আল্লাহ তাআলার হেদায়াতেৰ প্ৰক্ৰিয়া চলতে থাকে। যেভাবে এক প্ৰজন্মেৰ অন্তৰ্ধানেৰ পৰ নৃতন প্ৰজন্মেৰ মানুষ তাদেৱ স্থলাভিষিক্ত হয়, তদুপ ধৰ্মীয় দিক থেকেও এক মতবাদেৱ পৰে আৱেক মতবাদ জন্মালাভ কৱে। সূরাটিতে আৱো বলা হয়েছে, ঐশ্বী আদেশ-নির্দেশ পালন না কৱেও কেউ সাময়িকভাৱে জাগতিক উন্নতি লাভ কৱতে পাৱে। কিন্তু জগতেৰ ইতিহাসে শাশ্বত স্মৃতি ও অমৱ কীৰ্তি যারা লাভ কৱতে চায়, তেমন স্থায়ী উন্নতি তাদেৱকেই আল্লাহ তাআলা দান কৱেন যারা আল্লাহ ও মানুষেৰ প্ৰতি ন্যায়নিৰ্ণ ও অকপট। এৱপৰ যুক্তি ও কাৰণ বৰ্ণনাপূৰ্বক বলা হয়েছে, কেন মু'মিনৱাৰ কাফিৱদেৱ উপৰ জয় লাভ কৱবে এবং কাফিৱৱা সত্যেৰ মোকাবিলায় ব্যৰ্থ হবে। যুগে যুগে প্ৰদৰ্শিত এ ঐশ্বী-ব্যবস্থাকে বুৰোবাৰ জন্য সূরাটিতে কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ কৱে বলা হয়েছে যে এক সময় যারা পাৰ্থিব ক্ষমতায় ও সম্পদে শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক ছিল তাৱাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুৰ্বল আল্লাহৰ নবী-রসূলদেৱ সাথে মোকাবিলা কৱে পৰিণামে ধৰ্মস্থাপ হয়েছে। হয়রত নৃহ (আঃ), হৃদ (আঃ), সালেহ (আঃ), লৃত (আঃ), শোআয়ব (আঃ) এৱ জাতিৰ ধৰ্মস্থাপ হওয়াৰ ঘটনা সেই সত্যেৰই বাস্তব প্ৰমাণ। পৰে সূরাটিতে হয়রত ইব্ৰাহীম (আঃ) এৱ উল্লেখও কৱা হয়েছে, যদিও তা হয়রত লৃত (আঃ) এৱ ঘটনার সাথে প্ৰসঙ্গক্ৰমে এসেছে। হয়রত ইব্ৰাহীম (আঃ) এৱ উল্লেখেৰ পৰ হয়রত মুসা (আঃ) সম্পর্কেও এক সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দেয়া হয়েছে। অবশ্য এ বৰ্ণনায় বনী ইস্রাইল সম্পর্কে প্ৰত্যক্ষ কোন উল্লেখ নেই, বৰং ফেরাউনেৰ সীমালংঘন ও অন্যায় আচৰণেৰ উল্লেখ কৱা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ঐশ্বী-নির্দেশ অবীকাৱেৰ পৰিণামস্থৰূপ ফেরাউন তাৱ উদ্বৃত জাতিসহ ধৰ্মস্থাপ হয়েছিল।

এৱপৰ মু'মিনদেৱকে সতৰ্ক কৱা হয়েছে যেন তাৱা সেই সমস্ত লোকেৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক না রাখে যাদেৱ উপৰ ঐশ্বী-শাস্তি নিৰ্ধাৰিত হয়ে আছে। কেননা এমতাবস্থায় ওদেৱ জন্য নিৰ্ধাৰিত শাস্তিতে তাৱাও নিপতিত হতে পাৱে। এৱপৰ হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সেইসব অবিশ্বাসীৰ ধৰ্মসাঘক পৰিণতি সম্পৰ্কে অথথা চিন্তা কৱতে বাৰণ কৱা হয়েছে, যারা বাৰবাৰ সতৰ্ক কৱা সত্ত্বেও সত্যকে গ্ৰহণ কৱে নি। বস্তুত তাৱা কখনই সত্যকে গ্ৰহণ কৱবে না, যেভাবে পূৰ্ববর্তী অনেক নবীৰ জাতিও সত্যকে গ্ৰহণ কৱেনি এবং পৰিণামে ধৰ্মস্থাপ হয়েছে। এ সূৱায় ঐশ্বী আয়াবেৰ এমন কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ কৱা হয়েছে এবং হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এৱ মহান দায়িত্বেৰ প্ৰতি এভাবে আলোকপাত কৱা হয়েছে যে হাদীসেৱ ৱেওয়ায়াত অনুযায়ী আমৰা জানতে পাৱি, স্বয়ং হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ‘সূরা হৃদ আমাৰ অকাল বাৰ্ধক্য এনে দিয়েছে’ (মনসূর)। এ বাণীৰ আসল তাৎপৰ্য হচ্ছে, ঐশ্বী-শাস্তি বিষয়ক সূৱা হৃদেৱ বিষয় বস্তু হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এৱ কোমল হৃদয়ে এত গভীৰ মৰ্মপীড়াৰ উদ্বেক কৱতো যে কাফিৱদেৱ উপৰ ঐশ্বী আয়াবেৰ চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন। এ উদ্বিগ্নতাৰ ভাবটিই ‘রাহমাতুল্লিল আলামীন’ হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এৱ মানস-পটে জাগৱৰক থাকতো। এছাড়া যথাযথভাৱে মু'মিনদেৱ তা'লীম-তৱবিয়তেৰ মহান দায়িত্ব তো ছিলই। এ উভয়বিধি চিন্তাৰ ফলেই তাৱ অকাল বাৰ্ধক্য এসে গিয়েছিল। অবশ্য পৰিশেষে হয়রত রসূলে কৱীম (সাঃ) এৱ অনুসারীদেৱ জন্য যে মহান বিজয় ও উন্নতি নিৰ্ধাৰিত রয়েছে এৱ সুসংবাদসহ তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং সৰ্বাবস্থায় একমাত্ৰ আল্লাহৰই উপৰ তাঁকে বিশ্বাস ও ভৱসা রাখতে বলা হয়েছে।



## সূরা হুদ-১১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রূক্ত

১। আল্লাহর \*নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

★ ২। \*‘আনাল্লাহ আরা’ অর্থাৎ আমি আল্লাহ । আমি দেখি ।  
গ’ (এটি) এমন এক কিতাব যার আয়াতগুলো ১২৯৩ সুরাক্ষিত ১২৯৩  
ক’ (ও) ক্রটিহীন করা হয়েছে । এরপর এগুলো সবিস্তারে বর্ণনা  
করা হয়েছে ১২৯৪ । এ হলো পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ আল্লাহর  
কাছ থেকে ।

৩। (এগুলোতে বলা হয়েছে,) তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য  
কারো ইবাদত করবে না । নিশ্চয় \*আমি তাঁর পক্ষ থেকে  
তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা

★ ৪। এবং (আরো বলা হয়েছে), \*তোমরা তোমাদের প্রভু-  
প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইবে (এবং) এরপর তাঁর কাছে  
সবিনয়ে তওবা করবে ১২৯৫ । তাহলে তিনি এক নির্দিষ্টকাল  
পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন এবং  
প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে তার (যথাযথ) মর্যাদা দান করবেন ।  
আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে নিশ্চয় আমি তোমাদের  
বিষয়ে এক ভয়ঙ্কর দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি ।

৫। \*আল্লাহর দিকেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন । আর তিনি  
সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান ।

الرَّاٰتِ رَكِّبَ أَخْكَمَتِ اِيْتُهُ شَمَّ  
فُصِّلَتِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَيِّرٌ ②

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهُ، رَأَيْنِي لَكُمْ مِّنْهُ  
نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ ③

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ شَمَّ تُوْبُوا  
إِلَيْهِ يُمَتَّعُهُمْ مَنَّاً عَالَ حَسَنًا إِلَى  
آجَلٍ مُّسَمًّى وَمُؤْتَهُ كُلُّ ذِي فَضْلٍ  
فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلُوا فَإِنِّي آخَافُ  
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ④

إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ⑤

দেখুন ৪ ক. ১৪১; খ. ১০৪২' ১২৪২; ১৩৪২; ১৪৪২; ১৫৪২; গ. ৩৪৮; ১০৪২; ঘ. ২৪১২০; ৫৪২০; ৭৪১৮৯; ২৫৪৫৭; ৩৪৪২৯; ৩৫৪২৫; ঙ.  
১১৪৫৩, ৬২; ৭১৪১১; চ. ১০৪৫ ।

১২৯৩। আমি আল্লাহ । আমি দেখি (বিস্তারিত দেখুন টীকা ১৬তে) ।

১২৯৩-ক। ‘আহকামাহ’ অর্থ তিনি একে শক্ত করলেন, মজবুত করলেন এবং ক্রটিহীন করলেন বা অপূর্ণতামুক্ত করলেন । ‘আহকামাতহু আত-তায়ারিবু’-অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞানী করলো বা বিচারশক্তিতে পরিপক্ষতা দান করলো (নেইন) ।

১২৯৪। এখানে ‘ফুস্সিলাত’ শব্দটি ‘মুতাশাবেহাত’ (৩৪৮) শব্দের স্থলাভিষিক্ত, যার দ্বারা কুরআন কর্মীদের শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা  
হয়েছে । ইসলামের মৌলিক শিক্ষা একপ প্রশ়াস্তীত যে এর বিকল্প অসম্ভব । কিন্তু ইসলামের সম্পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করতে হলে এর  
মৌলিক শিক্ষা এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন । স্মরণ রাখতে হবে, ব্যাখ্যা মৌলিক বিষয়ের ব্যতিক্রম হবে না, সমর্থনকারী  
হতে হবে ।

১২৯৫। এ আয়াতে দেখা যায় যে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে তওবার স্থান ইস্তিগফারের বা ক্ষমা প্রার্থনার উর্দ্ধে এবং উচ্চ পর্যায়ের ।  
পূর্বকৃত পাপসমূহের কুফল হতে আল্লাহর ক্ষমা ও আশুয় প্রার্থনা করার পর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার  
নাম ‘তওবা’ । আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য এথেকে উৎকৃষ্টতর পদ্ধা চিন্তা করা যায় কি?

৬। সাবধান! নিশ্চয় তারা তাঁর কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর জন্য<sup>১২৯৬</sup> তাদের হৃদয় পেঁচিয়ে রাখে। শুন! তারা যখন তাদের কাপড় দিয়ে নিজেদের ঢেকে দেয় তারা কী গোপন করছে এবং কী প্রকাশ করছে তিনি তা জানেন। নিশ্চয় তিনি মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

- ★ ৭। আর আল্লাহই <sup>ك</sup>পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি জীবকে এর রিয়্ক<sup>১২৯৭</sup> সরবরাহ করে থাকেন। আর তিনি এর অস্ত্রায়ী আবাস<sup>১২৯৮</sup> ও স্থায়ী বাসস্থান সম্বন্ধেও জানেন। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।

৮। আর <sup>ك</sup>তিনিই আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ছয় দিনে<sup>১২৯৯</sup> সৃষ্টি করেছেন যেন <sup>ك</sup>তোমাদের মাঝে কার কর্ম সবচেয়ে উত্তম তা তিনি পরীক্ষা করে (দেখেন)। আর তাঁর ‘আরশ’ পানির ওপরে প্রতিষ্ঠিত<sup>১৩০০</sup> রয়েছে। আর তুমি যদি বল, ‘নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরুৎস্থিত করা হবে’ তখন যারা অঙ্গীকার করেছে তারা অবশ্যই বলবে, ‘এ যে কেবল এক স্পষ্ট ধোকা।’

أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا  
مِنْهُمْ أَلَا هُمْ يَشْتَغِلُونَ بِثِيَابِهِمْ  
يَعْلَمُ مَا يُسْرِونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ  
عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ لَا عَلَى  
إِنْ شَوَّرْ زُقْهَا وَيَعْلَمُ مُشْتَقَرَّهَا وَ  
مُشْتَوَّدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَزْشَةً عَلَى الْمَاءِ  
لِيَنْلُوَ كُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ  
قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ  
لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا  
سِحْرٌ مُّبِينٌ

দেখুন : ক. ২৪৭৮; ১৬৪২৪; ২৭৪৭৫; ২৮৪৭০; ৩৬৪৭৭; খ. ১১৪৫৭; গ. ৭৪৫৫, ১০৪৪, ২৫৪৬০; ঘ. ৫৪৪৯, ৬৪১৬৬, ৬৭৪৩।

১২৯৬। অবিশ্বাসীরা তাদের মনের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো মনের মাঝেই লুকায়িত রাখে, সেগুলো অপনোদনের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এ কারণেই তারা সত্য ধরণে বঞ্চিত থাকে। তারা সন্দেহমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মনের কথা প্রকাশ্যে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১২৯৭। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির উপজীবিকা সরবরাহ করেছেন। এমন কি তিনি সেসব কীটাগুকীট এবং সরীসৃপ যারা মৃত্তিকাগর্ভে বাস করে তাদের জন্যেও জীবন ধারণের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বুবাতে অক্ষম যে অসংখ্য পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ যারা মাটির উপরে এবং মাটির ভেতরে বাস করে তারা কীরক্ষে এবং কোথা থেকে খাদ্য পেয়ে থাকে। মানুষ এ বিশ্ব-জগতের রহস্যের সমাধান করেছে বলে যারা ধারণা করে তারা এখনে সকল প্রকার জীবন সম্বন্ধেই জ্ঞাত নয়, এদের বিভিন্ন রকমের খাদ্যাপকরণ, যার উপর এরা বেঁচে থাকে, তা জানাতো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ এদের সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসম্ভার সরবরাহ করে রেখেছেন। এ আয়তে এ তত্ত্বই ব্যক্ত হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবের দৈহিক প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন তখন এটা কীভাবে সম্ভব তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানবের নেতৃত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনানুরূপ উপজীবিকার সুব্যবস্থা রাখা তিনি উপক্ষে করতে পারেন। এতে সকল জীবের শুধু স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেনি, পরন্তু তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের চরম সীমাও নির্দেশ করেছে।

১২৯৮। ‘মুসতাকার’ এবং ‘মুসতাওদা’ অর্থ কেবলমাত্র অস্থায়ী ও স্থায়ী বাসস্থানের প্রতিই ইশারা বুবায় না, বরং কোন কিছুর চরম বা নির্ধারিত সীমাও ইংগিত করে। তা স্থান-কাল, পরিসর ও পর্যায়ের শেষ সীমার প্রতিও ইংগিত করে (লেইন)।

১২৯৯। ৯৮৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০০। যেহেতু কুরআন করীমে বারবার উল্লেখ রয়েছে যে সকল প্রকার জীবনের উৎস পানি (২৪৩১; ২৫৪৫৫; ৭৭৪২১, ও ৮৬৪৭) সেহেতু তাঁর আরশ পানির ওপরে প্রতিষ্ঠিত’ এর অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী তাঁর সৃষ্টিজীবের মাধ্যমে প্রকাশিত। সর্বোপরি মানবের

৯। <sup>ك</sup>আর আমরা নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তাদের কাছ থেকে (নির্ধারিত) আয়াব (দূরে) সরিয়ে রাখলে তারা অবশ্যই বলবে, ‘এটাকে কিসে বাধা দিয়ে রেখেছে?’ শুন! যেদিন তা তাদের কাছে আসবে সেদিন তা তাদের কাছ থেকে কখনো  
১ সরানো হবে না এবং যে (আযাবের) বিষয়ে তারা উপহাস  
১ করতো তা তাদের ঘিরে ফেলবে।

১০। <sup>ك</sup>আর আমরা মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃপা আস্বাদন করানোর পর আমরা তার কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করে নিলে নিশ্চয় সে অত্যন্ত নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

১১। আর কোন <sup>ك</sup>দুঃখকষ্টে জর্জরিত হওয়ার পর তাকে আমরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করালে সে অবশ্যই বলে ওঠে, ‘আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল’। নিশ্চয় সে (সামান্যতেই) অতি উল্লিঙ্কিত ও অত্যন্ত অহংকারী হয়ে ওঠে।

১২। <sup>ك</sup>তবে যারা ধৈর্য ধরে এবং সৎকাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরক্ষার।

১৩। সুতরাং (কাফিররা আশা করে) তোমার প্রতি যেসব ওহী অবতীর্ণ করা হয় সম্ভবত<sup>১০১</sup> এর <sup>ك</sup>একাংশ তুমি পরিত্যাগ করবে। আর (তারা এ আশাও করে) তোমার অন্তর তাদের এ উত্তির জন্য সংকুচিত হবে যে ‘কেন তার কাছে <sup>ك</sup>কোন ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়নি অথবা কোন ফিরিশ্তা<sup>১০২</sup> তার সাথে কেন আসেনি?’ তুমি <sup>ك</sup>কেবল একজন সর্তর্কারী। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।

وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ  
مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحِسْسَهُ دَالَّا يَوْمَ  
يَأْتِيهِمْ لَيَسْ مَصْرُونَ فَاغْنَهُمْ وَحَاقَ  
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ①

وَلَئِنْ آذَنَنَا الْإِنْسَانَ مَنَّا رَحْمَةً ثُمَّ  
نَزَّعْنَاهَا مِنْهُ جَإِشَةً لَيَئُوسَ كَفُورًا ②

وَلَئِنْ آذَنَنَهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسْتَهْ  
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَرَقَيْهِ رَانَهُ  
لَفَرِحَ فَخُورًا ③

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَيْبِيرٌ ④

فَلَعْلَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُؤْخِي إِلَيْكَ وَ  
ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا  
أُنْزَلَ عَلَيْهِ كَنزًا ذَاجِيَةً مَعَهُ مَلَكٌ  
إِنَّمَا آتَتَ نَذِيرًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
وَكَيْلٌ ⑤

দেখুন : ক. ২১:৪২, ৪৬:২৭; খ. ৪১:৫২; গ. ৪১:৫১; ঘ. ৪১:৯, ৮৪:২৬, ৯৫:৭; ঙ. ১৭:৭৪; চ. ১৭:৯৪ ২৫:৯; ছ. ১৩:৮।

মাধ্যমে সকল প্রকার সৃষ্টির চরমত্ত্বের বিকাশ হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার কামেল সিফত বা পারফেক্ট ও পূর্ণ গুণাবলী প্রকাশ পায়। আবার উক্ত আয়াতের এ অর্থে হয় যে আল্লাহ্ তাআলার সিফত বা গুণাবলী মানুষের মাঝে তাঁর ‘ওহীর’ দ্বারা প্রকাশ পায়। কেননা কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে পানিকে ওহীর সথে তুলনা করা হয়েছে। “নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্গংথিত করা হবে” বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সৃষ্টির বিধান এটাই ব্যক্ত করছে যে মানুষকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে। কারণ এ বিশাল জগতের সৃষ্টি, যাতে এক স্বাধীন ও সংকল্পবদ্ধ মানব জীবনের অস্তিত্ব বিরাজ করতে পারে, পরিষ্কার নির্দেশ করে, এই মানব সৃষ্টির এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু ইহলৌকিক জীবন স্থায়ী নয় অস্থায়ী, যা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। অতঃপর এ ক্ষণস্থায়ী বা কিছু কালের পরীক্ষা ক্ষেত্রে অতিক্রম করে তাকে অবশ্যই একদিন পারলৌকিক বা স্থায়ী জীবনে প্রবেশ করতে হবে এবং সেটাই মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান যেখানে তাকে উল্লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বা পুরক্ষার প্রদান করা হবে।

১৩০১। ‘লা‘আল্লা’ শব্দ আশা ও ভয় এ দু’ অবস্থাকেই বুঝায়, তা সেই অবস্থা বজ্ঞা, শ্রোতা বা অন্য যার সম্পর্কেই হোক না কেন।

১৩০২ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। অথবা তারা কি (একথা) বলে, ‘সে এ (কিতাব) বানিয়ে নিয়েছে?’ তুমি বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাকে ডাকতে পার (সাহায্যের জন্য তাকে) ডাক’।

১৫। অতএব তারা যদি তোমাদের (এ কথায়) সাড়া না দেয়<sup>১০৩</sup> তাহলে জেনে রাখ, এ (কিতাব) কেবল আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতেই অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আরো জেনো, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে (কি হবে না)?

১৬। <sup>গ</sup>পার্থির জীবন ও এর সৌন্দর্য যারা চায় আমরা এখানেই তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান তাদের দিয়ে দিব এবং এতে তাদের কোন কম দেয়া হবে না।

১৭। <sup>ঘ</sup>এদেরই জন্য পরকালে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এখানে তারা যেসব শিল্পকর্ম গড়েছে তা নিষ্ফল হবে আর তারা যা করতো তা বিনষ্ট হবে।

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَآتُوا بِعَشِيرَ  
سُورَه مِثْلِهِ مُفْتَرَاهِتْ وَآذِعُوا مِنْ  
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ إِنَّ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ  
ضَرِيقِينَ<sup>১২</sup>

فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُونَا لَكُمْ فَاغْلَمُوا آتَمَا  
أُنْزِلَ بِعِلْمٍ إِنَّمَا أَنَّ لَهُ رَبَّهُ إِلَّا هُوَ جَفَهَ  
آتَيْتُمْ مُسْلِمُونَ<sup>১৩</sup>

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا  
نُوقِ لِلَّهِمَّ أَعْمَلَ لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا  
لَا يُبْخَسُونَ<sup>১৪</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ رِزْ  
النَّارُ رِزْ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطَلَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>১৫</sup>

দেখুন : ক. ২৪২৪, ১০৪৩৯, ১৭৪৮৯, ৫২৩৩৪, ৩৫; খ. ৪৪১৬৭; গ. ২৪২০১ ১৭৪১৯; ঘ. ১৭৪১৯।

১৩০২। কুরআন শরীফের বাকভঙ্গির একটা বিশেষত্ব হলো, কখনো প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তর প্রদান করা হয় যাতে অন্তর্নিহিত প্রশ্নটি ও ব্যক্ত হয়ে থাকে। উল্লেখিত আয়াত এ ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্বের একটি প্রমাণ। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে। এতে অবিশ্বাসীরা বিদ্রূপের সূরে রসূল করীম (সা:) কে প্রশ্ন করেছিল, মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত মহা-প্রতিদান কোথায়? আমরাতো কিছুই দেখি না। মু'মিনদের কথা বাদ দিলেও তুমিতো নিজেই একজন নিঃস্ব ব্যক্তি যদিও তোমার অর্থের প্রয়োজন খুব বেশি অর্থচ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ থেকে কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হতেও দেখি না। তাদের এ বিদ্রূপের উত্তরে কুরআন ব্যঙ্গেক্তির প্রত্যুত্তরে যেন ব্যঙ্গেক্তির মাধ্যমে বলছে, ‘ওহে! ভারী তো প্রশ্ন করে বসেছ যেন সম্ভবত এর উত্তর দিতে পারবে না বলে ভয়ে হে রসূল (সা:), তুমি ঐশীবাণীর সেই অংশকেই গোপন করবে যাতে ইসলামের বিজয় ও উন্নতির ভবিষ্যত্বাণী রয়েছে! এতো তাদের অলীক ও ব্যর্থ মনোবাঙ্গ মাত্র, যা কখনো পূর্ণ হবে না।’

১৩০৩। ‘লাকুম’ সর্বনামটি এস্তলে বহুবচনে ব্যবহৃত করে আল্লাহ তাআলা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আয়াতে উক্ত চ্যালেঞ্জ শুধু মাত্র নবী করীম (সা:) এর তরফ থেকেই ছিল না, বরং তাঁর উপরের সবযুগের সকল অনুগামীকেই অবিশ্বাসীদের প্রতি এ চ্যালেঞ্জের অধিকার দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রকার সৌন্দর্যমন্ডিত এবং সকল গুণাবলীপূর্ণ এ মহান ঐশ্বী-কিতাব আল কুরআন চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে।

★ ১৮। <sup>ك</sup>যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে <sup>ك</sup>এবং যার পরে তাঁর পক্ষ থেকে (সত্যায়নকারীরূপে) একজন সাক্ষী আসবে এবং যার পূর্বে পথনির্দেশক ও রহমতরূপে মুসার কিতাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে সে কি (করে মিথ্যা দাবীদার হতে পারে) <sup>১০০৪</sup>? তারাঃ★ তার প্রতি ঈমান আনবে। আর বিভিন্ন দল থেকে যে-ই তাকে অস্বীকার করবে আগুনই হবে তার প্রতিশ্রূত স্থান। <sup>ك</sup>সুতরাং তুমি এ বিষয়ে কোন সন্দেহে থেকো না। নিশ্চয় এ-ই হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১৯। আর <sup>ك</sup>যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এদেরকেই এদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন সাক্ষীরা <sup>১০০৫</sup> বলবে, ‘‘এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল।’’ শুন, এ যালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

২০। <sup>ك</sup>(এরা হলো সেইসব লোক) যারা আল্লাহর পথে (লোকদের) বাধা দেয় এবং এটাকে বক্র (করতে) চায় এবং এরাই হলো পরকালে অস্বীকারকারী।

২১। এরা পৃথিবীতে (আল্লাহর পরিকল্পনা) কখনো ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এদের কোন বন্ধু হবে না। এদের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে <sup>১০০৬</sup>। <sup>ك</sup>এরা শুনার সামর্থ্য রাখবে না এবং দেখতেও পাবে না।

آفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَيَشْلُوْهُ  
شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُؤْسَىٰ  
إِمَامًاً وَرَحْمَةً دُوَّاً لِّئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْرَاءِ فَالثَّارُ  
مَوْعِدُهُ ۝ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ  
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يُؤْمِنُونَ <sup>১০</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  
أُولَئِكَ يُعَرِّضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ  
اللَّهُ شَهَادَهُ هُوَ لَاءُ الْأَذْيَنِ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ  
أَلَا لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيمِينَ <sup>১১</sup>

الَّذِينَ يَصْدُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَنْعُزُونَهَا عَوْجَاءَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كُفَّرُونَ <sup>১২</sup>

أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ  
مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِكَ إِنَّمَا<sup>ك</sup>  
يُضَعِّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا  
يَسْتَطِيغُونَ السَّمَاءَ وَمَا كَانُوا  
يُبْصِرُونَ <sup>১৩</sup>

সূরা হুদ-১১। মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুসলিম

১৩০৪। এ আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর সমর্থনে ৩টি যুক্তি দেয়া হয়েছে : (ক) ‘যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছে’, (খ) ‘যাঁর অনুসরণ করে তাঁর (আল্লাহর) নিকট থেকে একজন সাক্ষী আগমন করবে’ এবং (গ) ‘তাঁর পূর্বে ছিল মূসা (আঃ) এর গৃহ’। ‘তাঁর প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশন’ দ্বারা বুবায়, একটি দুনীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত জাতির জীবনে রসূলে পাক (সাঃ) যে মহৎ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং যারা তাঁর সত্যতার সাক্ষীরূপে ছিলেন জুলাত নির্দেশন, তারা হলেন নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী। তাঁরই আদর্শ অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে আল্লাহ প্রদত্ত গুণে বিভূষিত হয়েছিলেন তাঁরা। মানব জাতির জন্য আদর্শ শিক্ষাগুরুরূপেও পরিগণিত হয়েছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের নৈতিক শিক্ষা ও আমল দ্বারা ইসলাম এবং কুরআনের সত্যতাকে যুগে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ ধারায় সর্বোত্তম অনুগমনকারী একজন সাক্ষীর আগমন করার কথা এবং তিনিই হচ্ছেন আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রূত মসীহ (আঃ) ইমাম মাহদী। ‘যার পূর্বে মুসার কিতাব’ দ্বারা বাইবেলে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাঁকেই নির্দেশ করছে। ২১৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

২২। ﴿এরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এরা যা মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা এদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

২৩। ﴿নিঃসন্দেহে পরকালে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৪। নিশ্চয় <sup>٩</sup>যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বিনত হয়েছে<sup>১০০৭</sup> এরাই জান্নাতবাসী। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

২৫। <sup>٢</sup>এ দু'দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুশ্বান ও <sup>১৬]</sup>  
<sup>২</sup>শ্রবণশক্ত ব্যক্তির মত<sup>১০০৮</sup>। দৃষ্টান্তের দিক দিয়ে এ দু'দল কি সমান? তবে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৬। আর নিশ্চয় <sup>৫</sup>আমরা নৃহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল,) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সর্তর্করারী,

২৭। <sup>৮</sup>(এবং আমরা এও বলেছিলাম) যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যত্নগাদায়ক দিনের আয়াবের আশঙ্কা করছি'<sup>১০০৯</sup>।

দেখুন ৪ ক. ৭৪৫৪, ১০৩১; খ. ১৬৪১১০; গ. ২৪৮৩, ৩৪৫৮, ৪৩৫৮, ১৩৪৩০, ২২৪৫৭, ২৯৪৮, ৩০৪১৬, ৪২৪২৩; ঘ. ১৩৪১৭, ৩৫৪২০, ২১; ঙ. ৭৪৬০, ২৩৪২৪, ৭১৪৩; চ. ৭৪৬০।

★ [‘তারা’ সর্বনামটি কাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে এটা নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে আগমনকারী ঐশ্বী সাক্ষী এ দু’ব্যক্তির কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত মুসা (আ:) এর সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে এ দিকে তাঁকে নয় বরং তাঁর কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কিতাব ঈমান আনে না। এটা আমাদের কেবল এ দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করায় যে এ আয়াতে একদল লোকের কথা বলা হয়েছে। সর্বনামটি কেবল নবীর সত্তার প্রতিই আরোপিত হয়নি বরং তাঁর অধীনস্থ সাক্ষী এবং অন্যান্যদের প্রতিও (আরোপিত হয়েছে)।

উপরোক্ত আয়াতটি এ প্রোক্ষণপটে বুঝতে হবে যে কেবল নবী এবং তাঁর সাক্ষীই নবীর সত্যতায় ঈমান আনে না এবং একে সত্যায়ন করে না বরং এন্দের এক বিরাট অনুসারীর দলও এটা করে থাকে।

একথাও অ্যরণ রাখতে হবে, বড় বড় নবীর কথা কখনো কখনো এক বচনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের মাঝে প্রবৃদ্ধি ও বিস্তারের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। তাঁদের সত্যায় উম্মাহ বা এক বিরাট দল হিসেবে তাঁদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা নাহল: ১২১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

কেনে কেন তফসীরকার ‘তারা’ (উলায়েকা) সর্বনামটি মুসা (আ:) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি আরোপ করে থাকেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]। ১৩০৫। ‘সাক্ষীগণ’ দ্বারা সত্য নবীগণকে বুঝায়।

১৩০৬। ‘এদের শাস্তি বাঢ়িয়ে দেয়া হবে,’ অর্থ অবিশ্বাসীদের নেতাদের নিজেদের পাপের জন্য এবং যাদেরকে তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হবে।

১৩০৭। আধ্যাতিক উন্নতির ক্ষেত্রে উচ্চতর মাকাম বা মর্যাদা লাভ করতে হলে সঠিক বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একীন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, দৃঢ় আস্থা এবং অক্ষত্রিম প্রেম থাকতে হবে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ  
ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>১১</sup>

كَجَرَمَ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ  
الْأَخْسَرُونَ<sup>১২</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
وَآخْبَرْتُوَاهُ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ<sup>১৩</sup>

مَثْلُ الْغَرِيقَيْنِ كَمَا لَعِمَ وَالْأَصْمَوْ وَ  
الْبَصِيرَةِ السَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيْنِ مَتَّلَأُ  
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ<sup>১৪</sup>

وَلَقَدْ أَزَسَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ زَانِي لَكُمْ  
تَذَيَّرْ مُمِينَ<sup>১৫</sup>

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ مِنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِيمِ<sup>১৬</sup>

২৮। <sup>ك</sup>কিন্তু তার জাতির অস্বীকারকারী নেতারা বললো, 'আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি।' <sup>ك</sup>এছাড়া আমাদের মাঝে বাহ্যদৃষ্টিতে<sup>১০</sup> যারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমরা কেবল তাদেরকেই তোমার অনুসরণ করতে দেখছি এবং আমাদের ওপর তোমাদের কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদীই মনে করি।'

২৯। <sup>ك</sup>সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি যদি এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে থাকি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে যদি এক কৃপায় ভূষিত করে থাকেন এবং তা তোমাদের অগোচরে রয়ে গিয়ে থাকে তবে তোমরা এ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) অপছন্দ করা সত্ত্বেও কি আমরা তা মানতে তোমাদের বাধ্য করতে পারিঃ

৩০। <sup>ك</sup>আর হে আমার জাতি! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন ধনসম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর <sup>ك</sup>যারা সমান এনেছে আমি কখনো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি তোমাদের এক অঙ্গতাপ্রদর্শনকারী জাতিরূপে দেখতে পাচ্ছি।

৩১। আর হে আমার জাতি! আমি তাদের তাড়িয়ে দিলে আল্লাহর (হাত থেকে) রক্ষা করতে কে আমাকে সাহায্য করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

দেখুন : ক. ২৩:২৫; খ. ২৬:১১২; গ. ১১:৬৪, ৪৭:১৫; ঘ. ১০:৭৩, ২৬:১১০; ঙ. ২৬:১১৫।

১৩০৮। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা এ আয়াতে একটি সুন্দর দ্রষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একজন বিশ্বাসীকে পূর্ণ চক্ষুঘান এবং শ্রবণক্ষম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপরদিকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে অঙ্গ ও বধির ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ১৩০৯। 'যন্ত্রণাদায়ক দিনের আয়াব' থেকে 'একটি যন্ত্রণাদায়ক আয়াব' ভিন্নতর। প্রথমোক্ত আয়াবের দ্বারা আয়াবের অধিকতর ভয়াবহতা বুঝায়। কোন কোন আয়াব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু কোন কোন এমন দিনও রয়েছে যার কথা স্মরণ হলে মানুষের অস্তর ভয়-বেদনায় কেঁপে ওঠে, অথচ প্রকৃত আয়াব কেবল তাদেরই বেদনার কারণ হয় যাদের উপর তা নেমে আসে। কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আয়াব তাদেরকেও ভীত-বিহুল করে যারা পরবর্তী কালে আসে।

১৩১০ টীকা পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  
مَا نَرَبْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَبْكَ  
إِنْ بَعْدَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُنَا بِأَدْيَ  
الرَّأْيِ وَمَا نَرَبْكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ  
بَلْ نَظْنُكُمْ كُذَّابِينَ<sup>(১)</sup>

قَالَ يَقُولُهُمْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ  
مِنْ رَبِّي وَأَشْبَخْتُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ  
فَعَمِيقَيْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُرِزْ مُكْمُوْهَا وَ  
أَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونَ<sup>(১)</sup>

وَيَقُولُهُمْ لَا أَشْكُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَّا إِنْ  
أَجْرِيَ لَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ  
الَّذِينَ أَمْنُوا وَإِنَّهُمْ مُلْقُوا رَيْبُهُمْ  
وَلَكِنِّي أَرْسَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ<sup>(১)</sup>

وَيَقُولُهُمْ مَنْ يَنْصُرِينِي مِنْ اللَّهِ إِنْ  
طَرَدُهُمْ دَأْفَلَا تَذَكَّرُونَ<sup>(১)</sup>

৩২। আর আমি তোমাদের এ কথা বলি না, ‘আমার কাছে আল্লাহ’র ধনভান্ডার আছে এবং আমি অদ্য সম্পর্কে জানি।’ আর আমি এ কথাও বলি না, ‘আমি একজন ফিরিশ্তা।’ আর তোমরা যাদের হয় দৃষ্টিতে দেখ তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলি না, ‘আল্লাহ’ কখনো তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না।’ তাদের মনের কথা আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন। আমি (যদি তোমাদের মতই বলি) সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমি যালেম বলে গণ্য হব।

৩৩। তারা বললো, ‘হে নৃহ! <sup>৪</sup>নিশ্চয় তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং অনেক তর্ক করেছ। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের যে (আযাবের) ভয় তুমি দেখাছ তা আমাদের এনে দেখাও।’

৩৪। তারা বললো, ‘<sup>৫</sup>নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে তিনিই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। আর তোমরা কখনো (তাঁকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।’<sup>১১১</sup>

★ ৩৫। আর আল্লাহ যদি তোমাদের ধৰ্ম করতে চান আমি তোমাদের যতই উপদেশ দিতে চাই না কেন আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না।<sup>১১২</sup>। তিনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।’

৩৬। <sup>৬</sup>তারা কি বলে, ‘সে এটা বানিয়ে নিয়েছে?’ তুমি বল, ‘আমি যদি এটা বানিয়ে থাকতাম তাহলে আমার ওপরই আমার অপরাধের শাস্তি বর্তাতো। আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত’।

৩  
[১১]

দেখুন : ক. ৬৪৫১; খ. ৪৬৪২৩; গ. ৪৬৪২৪; ঘ. ৪৬৪৯।

১৩১০। ‘বা-দি-আর-রায়ী’, অর্থ-গ্রথম চিন্তাতেই, বাহ্যদৃষ্টিতে, যথাযথ বিবেচনা না করে (জেইন)। ‘আরা-ফিলুনা বা-দিয়া আর-রায়ী’ অর্থে বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে নৃহ (আঃ) এর অনুসারীগণ (ক) বাহ্যদৃষ্টিতেই নিক্ষেপ ও তুচ্ছ, (খ) তাদের বিশ্বাস অকপট নয়, (গ) এটা তাদের ভালবাসা বিস্তারেরই ফল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সকল নবীর সময়ই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহর প্রেরিত রসূলের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের নিজস্ব মনগড়া মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে সত্যকে বুঝতে পারেনি। ফলে তারা ভুল ধারণা করে নেয় যে তারা খোলাখুলি চিন্তাভাবনা করেছে এবং যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে দেখেছে বলেই নবীর দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১৩১১। এই আয়াতে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছেঃ (১) নির্ধারিত আযাব সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময় সাধারণত প্রকাশ করা হয় না, (২) সেই আযাব প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ এবং অপরাধীর মনের পরিবর্তন অন্যায়ী আল্লাহ তাআলা যদি চান তাহলে তা পরিবর্তন করে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন অথবা রহিত করে দেন, (৩) আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে কোন পরিবর্তনই হোক না কেন আল্লাহ তাআলার অলংঘনীয় উদ্দেশ্য কখনই পরিবর্তিত হয় না। কারণ অস্তীকারকারীরা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যকে কোনভাবেই ব্যর্থ করতে পারে না।

১৩১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَّارَيْنُ اللَّهُو  
لَا أَغْلِمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَ  
لَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرَدَّرَيْتَ أَعْيُنْكُمْ  
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ هُنَّ إِنِّي إِذَا لَمْنَ  
الظَّلِيمِينَ <sup>(৭)</sup>

فَأُلَوَّا يُنُورُهُ قَذْجَادَ لَنَّنَا فَاءُثَرَتَ  
جِهَادَانَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا رَبُّنَا كُنَّتْ مِنَ  
الصَّدِيقِينَ <sup>(৮)</sup>

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِنِيكُمْ بِوَاللَّهِ إِنْ شَاءَ وَمَا  
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ <sup>(৯)</sup>

وَلَا يَئْتِفُكُمْ نُصْحِيَّ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ  
أَنْصَحَّ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ  
يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ تَوَالِيْهُ  
شُرُّ جَمِيعِنَ <sup>(১০)</sup>

آفَ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ دُقْلَ رَأَيْ  
افْتَرَاهُ شَهَدَ فَعَلَيْهِ إِجْرَاءِيْ وَأَنَا بِرَبِّيْ  
مَمَّا نُجْرِيْمُونَ <sup>(১১)</sup>

৩৭। আর নূহের প্রতি ওহী করা হয়েছিল, 'যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার জাতির কেউই আর ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে সেজন্য তুমি দুঃখ করো না'<sup>১৩৩</sup>।

৩৮। আর <sup>ك</sup>তুমি আমাদের চোখের সামনে<sup>১৩৪</sup> এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী মৌকা তৈরী কর। আর যারা অন্যায় করেছে তাদের পক্ষে আমাকে তুমি কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা ডুবতে চলেছে।'

৩৯। আর সে মৌকা তৈরী করছিল। আর যখনই তার জাতির নেতারা তার পাশ দিয়ে যেত তারা উপহাস করতো। সে বললো, 'তোমরা (আজ) আমাদের উপহাস করছ ঠিকই, আমরাও (একদিন) সেভাবে তোমাদেরকে উপহাস করবো যেভাবে তোমরা (আজ) আমাদের উপহাস করছ।

৪০। <sup>ك</sup>অতএব তোমরা শীঘ্ৰই জানতে পারবে কার ওপর একুপ আয়াব আসতে যাচ্ছে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার ওপর এক স্থায়ী আয়াব নেমে আসবে।'

৪১। অবশ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত "যখন এসে গেল এবং ঝরণাগুলো সবেগে উৎসারিত হলো"<sup>১৩৫</sup> (তখন) <sup>ك</sup>আমরা (নূহকে) বললাম, 'তুমি এ (মৌকায়) প্রয়োজনীয় প্রাণীর প্রত্যেকটির জোড়া জোড়া করে<sup>১৩৬</sup> তুলে নাও। আর যাদের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবারপরিজন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (তুলে নাও)। আর তার সাথে অতি অল্প লোকই ঈমান এনেছিল।

দেখুন : ক. ২৩:২৮; খ. ১১:৯৪, ৩৯:৪০-৪১; গ. ২৩:২৮, ৫৪:১৩; ঘ. ২৩:২৮।

১৩১২। সাধারণে প্রচলিত একটা ভুল ধারণা হচ্ছে, নূহ (আঃ) এর জাতি তাঁর উপর ঈমান আনেনি বলে কুন্দ হয়ে নূহ (আঃ) অবিষ্কৃতীদের ধৰ্মসের জন্য বদ্দোয়া করেছিলেন (৭১:২৭-২৮)। এই আয়াত উক্ত ধারণাকে ভল প্রতিপন্ন করেছে। কারণ এতে দেখা যায় যে নূহ (আঃ) তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাদের ধৰ্মসের জন্য বদ্দোয়া করেননি, বরং আল্লাহই তাঁকে একুপ করতে বলেছিলেন।

১৩১৩। তফসীরাধীন এই আয়াতটি মনে হয় সূরা নূহ'র ২৭-২৮ আয়াত এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এই আয়াতমূলে দেখা যায় যে আল্লাহ তাআলা তাঁর সিদ্ধান্তের কথা বলে দুঃখ না করার জন্য জানিয়েছিলেন, তাঁর জাতির আর কোন লোক ঈমান আনবে না। অতএব তাঁর এই দোয়া (৭১:২৭, ২৮) বদ্দোয়া নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাঁর জাতির ধৰ্মসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেন।

১৩১৪। 'আইন' বহুবচনে 'আইউন' এর বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ চক্র, দৃষ্টি বা চক্রের সম্মুখে, পরিবারের সদস্যগণ এবং আশ্রয় বা হেফায়ত (লেইন)

১৩১৫। নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবন শুধু ভূপৃষ্ঠের ঝর্ণাগুলি থেকে স্ফীত, উৎসারিত হওয়ার কারণেই হয়নি। বরং, ৫৪:১২-১৩ আয়াতে স্পষ্টই ব্যক্ত হয়েছে যে মেঘামালা থেকে আকাশফাটা বজ্রাপাত ও বর্ষণ দ্বারা প্লাবন ঘটেছিল। মুষলধারে ব্যাপক বৃষ্টির ফলে সারাদেশ জুড়ে বন্যা দেখা দিয়েছিল এবং সাধারণত অতিবৃষ্টির ফলে যা ঘটে, ভূতল থেকে প্রবলবেগে পানি নির্গত হয়ে এবং ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়ে আকাশ এবং ভূগর্ভের পানি একত্র হয়ে সমর্প দেশকে প্লাবিত করে ফেলেছিল। এক বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় যেখানে অসংখ্য পানির

ঝর্ণা ছিল সেখানে নূহ (আঃ) বসবাস করতেন।

১৩১৬ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأُوْحِيَ إِلَيْنِي نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مَنْ  
قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِشْ  
بِمَا كَانَ نُوايْفَعُلُونَ<sup>১৩৭</sup>

وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَغْمِنَتَأَوْ حِينَأَوْ  
لَا تُخَاهِ طَبِينَ فِي الْأَرْضِ إِذْ لَمْ يَأْمُوا  
إِنَّهُمْ مُغَرَّقُونَ<sup>১৩৮</sup>

وَيَصْنَعْ الْفُلْكَ شَوْكَلَمَّا مَرَ عَلَيْهِ  
مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ دَقَالَ إِنْ  
تَسْخَرُوا مِنْنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا  
تَسْخَرُونَ<sup>১৩৯</sup>

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيَنِي عَذَابٍ  
يُخْزِيَهُ وَيَحْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ<sup>১৪০</sup>

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْورُ فَلَنَا  
أَحْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ  
أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْنَا الْقُولُ وَمَنْ  
أَمَنَ دَوْمًا أَمَنَ مَعْهَ إِلَّا قَلِيلٌ<sup>১৪১</sup>

৪২। সে বললো, ‘তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি এবং এর স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।’

৪৩। আর এটা তাদের নিয়ে পর্বতসম ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চললো। আর পৃথক এক স্থানে অবস্থানরত তার পুত্রকে নৃহ ডেকে বললো, ‘হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ো না।’

৪৪। সে বললো, ‘আমি এখনই এক পাহাড়ে আশ্রয় (খুঁজে) নিব<sup>১০১</sup> যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে বললো, ‘আজ আল্লাহর (আয়াবের) সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। তবে যার প্রতি তিনি দয়া করেন (সে-ই আজ রক্ষা পাবে)’। আর (ইতোমধ্যে) তাদের উভয়ের মাঝে একটি ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়ালো এবং সে নিমজ্জিতদের একজন হয়ে গেল।

৪৫। আর বলা হলো, ‘হে মাটি! তুমি তোমার পানি গিলে নাও এবং হে আকাশ! তুমি (বারি বর্ষণে) ক্ষান্ত হও।’ আর পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। আর (এভাবেই) বিষয়টির ইতি টানা হলো। আর নৌকা জুনী<sup>১০১-ক</sup> পাহাড়ে এসে স্থির হলো। আর ঘোষণা দেয়া হলো, ‘অপরাধী জাতির ধ্বংস অবধারিত।’

১৩১৬। ‘প্রত্যেকটির’ বাক্যাংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জীবজন্মকে বুঝায় না, বরং সেইসব জীবজন্মকেই বুঝায় যা নৃহ (আঃ) এর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আর তা ছাড়াও নৌকাটি এত বড় ছিল না যে তাতে সারা পৃথিবীর সকল জীবের একজোড়া করে রাখার স্থান সংকুলন সম্ভব ছিল। আয়াতে ‘নৃহ’ শব্দটি এই দিকেই ইঙ্গিত করছে যে নৃহ (আঃ) এর জন্য যে সব প্রাণী আবশ্যিকীয় ছিল শুধু সেগুলোকেই নৌকায় উঠাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

১৩১৭। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, নৃহ (আঃ) ও তাঁর জাতি যে দেশে বাস করতেন তা পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ‘ভাবল’ শব্দটি সাধারণ বিশেষ পদে ব্যবহৃত হয়ে ব্যক্ত করছে যে সেই অঞ্চল পর্বতপুঁজ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যার উপরে নৃহ (আঃ) এর পুত্র অশ্রু গ্রহণ করে নিরাপদে থাকার আশা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকা পর্বতযোরা এক উপত্যকা ছিল। তা এই রকম স্থান যে মুষলধ্যের অবিরাম বর্ষণের ফলে অতি দ্রুত প্লাবিত হবে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

১৩১৭-ক। ‘আল-জুনী’ পর্বত-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত আলহাম ওয়াই এর মতে জুনী হচ্ছে এক সুদীর্ঘ পর্বতমালা যা মেসুল প্রদেশের টাইগ্রিস বা দেজ্লা নদীর পূর্বাদিকে অবস্থিত (জুমাম)। পাশত্যের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মিঃ সেল বলেছেন যে ‘আল-জুনী’ এই সকল পর্বত মালার অন্যতম যা দক্ষিণ আমেরিকাকে মেসোপটেমিয়া থেকে পৃথক করেছে এবং তা আশিরিয়ার এই অংশ ছিল যেখানে ছিল প্রাচীন কার্ডস (Cards) জাতির বসবাস। তাদেরই নামানুসারে পর্বতটির নাম কার্ডু (Cardu) বা গার্ডু (Gardu) রাখা হয়েছিল। কিন্তু গীরকার একে গোড়দেই (Gordyoei) নামে অভিহিত করেছে .....।

বহু প্রাচীন কাল থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বলে ধারণা করা হয় যে নৃহের (আঃ) নৌকা এই জুনী পর্বতে ভিড়েছিল এবং এখানেই এই নৌকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। ক্যালডিয়ন বা ব্যাবিলনের অধিবাসীদেরও বিশ্বাস একই (Berosus Aquid Joseph Antiq.....)। এই অঞ্চলের প্রাচীন জনশ্রুতি রয়েছে যে ইপিফানিয়াস (Epiphanius) এর যুগে এখানে এই পর্বত মালার উপরে নৃহ (আঃ) এর নৌকার তাঙ্গাবশেষ দেখা যেত এবং জানা যায় যে বাদশাহ হিরাক্লিয়াস থামানিন (Thamanin) শহর থেকে ‘আল-জুনী’ পর্বত পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং নৌকার স্থানটি দেখেছিলেন। সেই স্থানে অতীতে একটি প্রসিদ্ধ মঠও ছিল, যা কিনা নৌকার মঠ নামে অভিহিত ছিল। এইসব পর্বতমালার কোন একটির উপরে সে কালে পুরোহিত এক ভোজ দিবসের আয়োজন করতেন, যেখানে নৃহ (আঃ) এর নৌকাটি এসে লেগেছিল বলে তারা অনুমান করতো। কিন্তু ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেই মঠটি বজ্রপাতে ধ্বংস হয়ে যায় (সেইল পৃঃ ১৭৯-১৮০)।

وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسِمِ اللَّهِ مَجْرِيَهَا  
وَمُزْسِنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>১০</sup>

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجَةِ كَلْجَبَلِ تَوْ  
نَادِي نُؤْحُ لِابْنَهَا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ  
يُبَيِّنَيْ أَرْكَبَ مَعْنَى وَلَا تَكُنْ مَمَّ  
الْكُفَّارِ<sup>১১</sup>

قَالَ سَاوِيَ إِلَى جَبَلٍ يَغْصُمُنِي مِنْ  
الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ  
اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا  
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرَّقِينَ<sup>১২</sup>

وَقَيْدَ يَأْرَضُ ابْلَحِي مَاءَكَ وَيَسْمَأَ  
أَقْبِعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ  
شَوَّثَ عَلَى الْجُودِي وَقَيْلَ بُعْدًا  
لِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ<sup>১৩</sup>

৪৬। আর নৃহ তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সত্য। আর তুমি বিচারকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

৪৭। তিনি বললেন, 'হে নৃহ! সে<sup>৩১৮</sup> কখনো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে সে ছিল সর্বতোভাবে অসুরকর্মপরায়ণ<sup>৩১৯</sup>। অতএব তুমি আমার কাছে তা চেয়ে না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্গত না হয়ে যাও।'

৪৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার (যথাযথ) জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যেন আমি তোমাকে প্রশ্ন না করি এজন্য আমি তোমারই আশ্রয় চাই। আর<sup>৩২০</sup> তুমি আমার প্রতি ক্ষেত্রে না দেখালে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন (বলে) গণ্য হয়ে যাব।

দেখুন : ক. ৭৪২৪।

..... জুদী (Djudi) পর্বতটি জাজিরা ইবনে ওমর থেকে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর পূর্বদিকে বোত্তান জিলায় অবস্থিত। এটি একটি কঠিন প্রস্তরময় সুউচ্চ পাহাড়। ..... এর খ্যাতির মূলে রয়েছে মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্যবাহী অধিবাসীদের স্বীকৃতি যে নৃহ (আঃ) এর নৌকা এইখানেই অর্থাৎ জুদী পাহাড়েই এসে থেমেছিল, আরারাতে বয়। ..... বাইবেলের পুরাতন ভাষ্যকারদের বর্ণনায় এই পর্বতকেই জুদী বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং খ্যাতনামা নির্ভরযোগ্য খৃষ্টান বর্ণনাকারীয়া একেই গোর্ডাইন (Gordyene) নামে আখ্যায়িত করেছে, যা ছিল প্লাবনের পরে নৃহ (আঃ) এর অবতরণস্থল (এনসাইকো অব ইসলাম, ১ম খন্দ ১০৫৯ পৃঃ)। ব্যাবিলনীয় বর্ণনাতেও আর্মেনিয়ার অন্তর্গত জুদী পর্বতেরই উল্লেখ রয়েছে (ফিউ এনসাইকো, আরারত অধ্যায়)। বাইবেল স্বীকার করে যে মহাপ্লাবনের পরে নৃহ (আঃ) এর বংশধরেরা ব্যাবিলনেই বসবাস করতো (আদি পুস্তক-১১৫৯)।

১৩১৮। তফসীরাধীন আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায় যে শুধু তারাই নৃহ (আঃ) এর পরিবারভুক্ত ছিল, যারা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। 'ইন্না-হ' শব্দের হু সর্বনামটি নৃহ (আঃ) তাঁর অসাধু পুত্রের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল 'গায়ের সালেহ' অর্থাৎ তা স্থানোপযোগী ছিল না, এ অর্থেও হতে পারে।

১৩১৯। 'আমালুন্' (কর্ম) এখানে 'যু আমালিন' অর্থাৎ কর্তারপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ভাবের তীব্রতা বুঝাবার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সক্রিয় ক্রিয়া বিশেষণ পদে ব্যবহার করা আরবী ভাষার বাগ্ধারায় প্রচলিত রয়েছে। দেখুন সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে 'বির্ৰ' (অর্থ পুণ্য) শব্দটি পুণ্যবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এক আরব কবি স্বীয় উটনী সম্বন্ধে বলেছেনঃ ইন্নামা হিইয়া ইক্বালুন ওয়া ইদবারু অর্থাৎ (নিজ শাবক হারিয়ে) সে এমনই অস্ত্র হয়ে পড়লো যেন উন্নী স্বয়ং সম্মুখে ও পশ্চাতে ধাবিত গতিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেল। এস্তে 'মসদুর' 'ইস্মে ফা'য়েল' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩২০। এই আয়াতে নবীগণের 'ইস্তিগফার' করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। এস্তে হ্যারত নৃহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করে কোন পাপ করেননি। এটা শুধু মানব-সুলভ ভুল বিবেচনা মাত্র। এতদ্সত্ত্বেও নৃহ (আঃ) 'ইস্তিগফার' করলেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'ইস্তিগফার' করাটা সর্বদাই পাপের প্রমাণ নয়। এর দ্বারা মানবীয় দুর্বলতা বা ভুল সিদ্ধান্তের কুফল থেকে বাঁচার জন্য বিনয় এবং দীনতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করা বুঝায়।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنْ  
أَهْلِنِي وَإِنِّي وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحَكَمُ  
الْحَكِيمُونَ<sup>(৩)</sup>

قَالَ يَنْوَحُ رَبَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ حَرَثَ  
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ قَرَصَ فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ<sup>(৪)</sup>

قَالَ رَبِّ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ  
مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرِي وَ  
تَرْحَمِنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ<sup>(৫)</sup>

৪৯। (তখন) বলা হলো, 'হে নৃহ! আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সেইসব কল্যাণসহ তুমি অবতরণ কর যা তোমাকে ও তোমার সাথে (আরোহী) জাতিগুলোকে<sup>১৩১</sup> দেয়া হয়েছে। আর আমরা আরো কোন কোন জাতিকে অবশ্যই সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করবো। (কিন্তু) পরবর্তীতে আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আয়ার নেমে আসবে।'

৫০। এগুলো হলো অদৃশ্যের<sup>১৩২</sup> সেইসব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করি। তুমি এবং তোমার জাতি এর পূর্বে এগুলো সম্পর্কে জানতে না। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধর।

[১৪] ৪ নিচয় মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম।

قَيْلَ يَنْوُحُ أَهْبِطُ بِسَلِيمٍ مَّنَا وَبَرَكَتٌ  
عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّهِ وَمَنْ مَعَكَ وَ  
أَمَّمَ سَنَمِّيْهُمْ ثُمَّ يَمْسُّهُمْ مَّنَا  
عَذَابَ أَلِيمٌ<sup>④</sup>

تِلْكَ مِنْ آنْبَاءِ الْغَيْبِ نُؤْجِنِهَا لَيْلَكَ  
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آتَتْ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ  
قَبْلِ هَذَا ظَفَّارٌ فَاضِرٌ لِإِنَّ الْعَاقِبَةَ  
لِلْمُتَّقِينَ<sup>⑤</sup>

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَقَارَ يَقُومُ  
أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا كُمْ مِنْ رَبِّهِ غَيْرُهُ إِنَّ  
أَنْتُمْ لَا مُفْتَرُونَ<sup>⑥</sup>

৫১। আর <sup>ক.</sup>'আদ' (জাতির)<sup>১৩৩</sup> প্রতি তাদের ভাই হুদকে (আমরা পাঠিয়েছিলাম এবং) সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই (এবং তাঁর সাথে শরীক বানিয়ে) তোমরা কেবল মিথ্যা রটনা করছ।

দেখুন : ক. ৭৪৬।

১৩২। এই আয়াত থেকে জানা যায়, নৃহ (আঃ) এর বংশধররা ছাড়াও বিশ্বাসীদের সত্তানসহ যারা নৃহ (আঃ) এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তারা অনেক উন্নতি করেছিল এবং সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণে পশ্চিম ব্যক্তিগণও এই ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন যে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির অধিকাংশই নৃহ (আঃ) এর বংশোদ্ধৃত।

এই আকস্মিক মহাপ্লাবনের ঘটনার গল্পগাথা কিছু কিছু পরিবর্তিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও লোক-গাঁথায় বিদ্যমান রয়েছে (এনসাইকোপ রিল এভ এথ, এনসাইকো বিব, এনসাইকো ড্রিট ডিলিউগ 'Deluge' অধ্যায়)। এই দৈব দুর্ঘটনা মানব সভ্যতার উষ্ণ লগ্নে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এটা সুবিদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে যখনই কৃষ্ণ ও সভ্যতায় উন্নততর কোন জাতি কোন দেশে বা ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করতে গিয়েছিল তখনই তারা সেই দেশের অনুযুত অধিবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে অথবা সম্পূর্ণ পরাভূত করে রেখেছে। এভাবেই বোধ হয় নৃহ (আঃ) এবং তাঁর সাথীদের বংশোদ্ধৃত জাতির লোকেরা মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাঙ্কে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ এই সকল দেশে বসবাসরত অধিবাসীদের উপরে নৃহের জাতি অধিকতর প্রবল ও শক্তিশালী ছিল। কারণ তারা এই সকল দেশের অধিবাসীদেরকে হয় নির্মূল করে দিয়েছিল নয়তো গভীরভাবে আকৃষ্ট করে বশীভৃত করেছিল। এভাবেই তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্ণ-সভ্যতাকে বিজিত ও পরাভূত দেশগুলিতে প্রবর্তন করেছিল এবং এই কারণেই প্রলয়ক্রমী মহাপ্লাবনের ঘটনাবলী সেই সকল দেশের লোক-গাঁথায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। যা হোক সময়ের ব্যবধানে এই সব ছড়িয়ে-পড়া উপনিবেশ স্থাপনকারীরা মূল বাসস্থান থেকে বিছুর হয়ে পড়ে এবং নৃহ (আঃ) এর প্লাবনের ঘটনাবলী এই সব আঞ্চলিক ঘটনার নামে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ জন্যই সেই সকল স্থান ও মানুষের নামগুলোও আঞ্চলিক নামানুসারে পরিবর্তিত হয়ে মূল নামের স্থান দখল করে বসে। অতএব নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে নৃহের (আঃ) মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী আয়াবরণে নিপত্তিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রস্তাবনাগত মতবাদ অনুযায়ী পৃথক পৃথক বন্যা বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

১৩২। কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন যুগের নবীগণের ঘটনাবলী নিছক কোন কেছা-কাহিনী বা গল্প-রূপে বর্ণনা করা হয়নি। বরং তাৎক্ষণ্যব্যাপীর আকারে এগুলো কুরআন করার সন্ধিপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। কারণ এই সকল ঘটনা সদৃশ ঘটনা যে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে সংঘটিত হবে- এরই পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

১৩৩। ইউরোপীয় কোন কোন সমালোচক 'আদ' নামের কোন জাতি কখনো ছিল বলে স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, এ পর্যন্ত আরবের প্রত্ত্বাত্ত্বিক আবিক্ষারের মধ্যে এমন কোন উৎকীণলিপি পাওয়া যায়নি যাতে সেই দেশে 'আদ' নামীয় কোন জাতির উল্লেখ আছে। তাদের মতে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে আরবে প্রচলিত অতি জনপ্রিয় উপাখ্যানকেই কুরআনে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মাত্র। ভুল বুঝাবুঝির উপরে ভিত্তি করে এই আপত্তির উত্তর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানবজাতি দুরকম নাম দ্বারা পরিচিত হয়। একটি জাতীয় নাম আর একটি টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫২। হে আমার জাতি! <sup>ক</sup>আমি তোমাদের কাছে এ (কাজের) কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তাঁরই কাছে প্রাপ্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

৫৩। আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ণশীল<sup>১১৮</sup> মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমাদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিঙ্গ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।'

৫৪। তারা বললো, ‘হে হৃদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আননি। আর ‘আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনতে যাচ্ছি না।

দেখুন : ক. ২৬ঃ১২৮; খ. ১১ঃ৪, ৬২, ৭১ঃ১১; গ. ৭১ঃ২৪।

গোত্রীয় বা বংশীয়। ‘আদ’ কোন একটি একক নাম নয়, কতগুলো গোত্রের সমষ্টিগত নাম, যার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন যুগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শাখাগুলো তাদের শাখা সংক্রান্ত শীলালিপি রেখে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সকল গোত্রই ‘আদ’ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তব ঘটনা যা প্রাচীন ভগোলের প্রস্তুকাদি থেকে পাওয়া যায় তা হলো ‘আদ’ নামীয় এক জাতি অবশ্যই বাস করতো।

ଶ୍ରୀକଦେର ସଂକଳିତ ତୋଗଲିକ ଗ୍ରହାବଳୀତେ ପାଓଯା ଯାଏ ଯେ ଖୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟେ ଇଯାମେନ ରାଜ୍ୟ ‘ଆଦରାମିତାଇ’ ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହତୋ । ଏରା ‘ଆଦ’ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଛିଲ ନା । ତାଦେରକେଇ କୁରାଅନ କରିମେ ‘ଆଦ’ ଏରାମ’ ନାମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁଥେ । ଶ୍ରୀକତାବାୟ ଭାଷାନ୍ତରିତ ହେଁଥାର କାବଣେ ‘ଆଦ’ ‘ଏରାମ’ ‘ଆଦରାମ’ ଅପଭ୍ରଣର ରୂପ ନିଯାଛେ (ଆଲ୍ ଆରାବ କାବଲାଲ ଇସଲାମ) । କୁରାଅନ କରିମେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ‘ଆଦ’ ଜାତିକେଇ ବଲା ହତୋ ଏରାମ । ଏହି ଏରାମ ‘ଆଦ’ ଜାତିରଇ ଏକ ଶାଖା ବା ଗୋତ୍ର, ଯା ଏକ ପ୍ରତାପଶାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ଅଧିକାରୀ ଛିଲ । ତାଦେର ରାଜ୍ୟ ଖୃଷ୍ଟ-ପୂର୍ବ ପଂଚଶ’ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛିଲ । ତାଦେର ଭାଷା ଛିଲ ଏରାମାଇକ ଯା ହିନ୍ଦୁ ଭାଷାର ସମଜାତୀୟ । ଏରାମାଇକ ରାଜ୍ୟ ସେମେଟିକ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ପତନେର ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୟ ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମେସେପଟେମିଆ, ପ୍ଯାଲେଷ୍ଟାଇନ, ସିରିଆ ଏବଂ ଚାଲଦିଆ (Chaldaia) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଛିଲ । ପ୍ରତ୍ତିତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିହ୍ନ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଁଥେ (‘ଦି ଲାରଜାର ଏଡ଼ିଶନ ଅବ ଦି କମେଟ୍ଟାରୀ’ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) ।

নৃহ (আঃ) এর জাতির অব্যবহিত পরে ‘আদ’ এর উত্থান হয় (৭৮৭০)। তারা উচ্চ স্থানসমূহে স্মৃতিস্তুত নির্মাণ করেছিল (২৬৫১২৯)। আরবদেশে এই সকল বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই জাতির ইতিহাস এখন অস্পষ্টভায় ঢাকা পড়ে রয়েছে, শুধু তাদের স্থাপত্যের অট্টালিকাগুলোর ভগ্নাবশেষই নজরে পড়ে (৪৬৪২৬)। তারা যে অঞ্চলে বসবাস করতো তাকে ‘আহ্কাফ’ বলা হয় (৪৬৪২২)। আহ্কাফের শাব্দিক অর্থ সর্পিল আকারে আঁকাবাকা বালির পাহাড়সমূহ। এটি আরবের দুটি অংশের নামঃ দক্ষিণাঞ্চলকে দক্ষিণ ‘আহ্কাফ’ এবং উত্তরাঞ্চলকে উত্তর ‘আহ্কাফ’ বলা হয়। এই ভূভাগদ্বয় খুবই উর্বর। কিন্তু মরম্ভমির নিকটে অবস্থিত হওয়ায় মরহ-ঝঁঝঁাবাত্যাপূর্ণ ধূলিবাড় সৃষ্টি হয়েছিল যা “আদ” জাতির উপর আয়াব রূপে পতিত হয়েছিল। তারা প্রচণ্ড বাযুপ্রবাহের তীব্র বাড়ের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের বাত্যাবিধৃত প্রধান প্রধান শহরগুলোকে স্ফৌর্য্যুক্ত ধূলা ও বালুকারাশির টিলার নিচে ভুগর্ভস্থ সমাধি করে ফেলেছিল (৬৯৪৭-৮)।

১৩২৪। এই আয়ত থেকে বুবা যায় যে ‘আদ’ জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং তাদের জমিজমা চাষাবাদের জন্য তারা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতো। কারণ কৃপ বা খালের মাধ্যমে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না।

يَقُولُ لَا أَشْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي  
إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي مَا فَلَّا تَعْقِلُونَ<sup>٥٧</sup>

وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا  
إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ  
مَّا دَرَادَا وَيَزِدُّهُ كُمْ قُوَّةً إِلَى تُوَتْكُمْ وَ  
لَا تَنْتَوِّلُوا مُجْرِمِينَ ٢٤

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَاتٍ وَمَا  
نَحْنُ بِتَارِكٍ أَلْهَمْنَا عَنْ قُولِكَ وَ  
مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ⑤

৫৫। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি, ‘আমাদের উপাস্যদের কেউ তোমার ওপর মন্দ উদ্দেশ্যে ভর করেছে।’ সে বললো, ‘নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে আমি তাদের বিষয়ে দায়মুক্ত যাদেরকে তোমরা শরীক করছ

৫৬। তাঁকে বাদ দিয়ে। <sup>ক</sup> তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত কর এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিও না।

৫৭। নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। <sup>খ</sup> প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীর ললাটের কেশগুচ্ছ তাঁরই মৃঠোয়<sup>১৩২৫</sup> রয়েছে। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালককে সরলসুন্দর পথে (পাওয়া) যায়।

৫৮। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে<sup>ষ</sup> (জেনে রেখো) আমাকে যে (শিক্ষা) দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। (কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে)<sup>স</sup> আমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক সবকিছুর সুরক্ষাকারী।’

৫৯। আর আমাদের সিদ্ধান্ত যখন এসে গেল তখন আমরা হৃদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল আমাদের (নিজ) কৃপায় তাদের রক্ষা করলাম<sup>ঽ</sup> এবং আমরা এক কঠোর আয়াব থেকে তাদের উদ্ধার করলাম।

৬০। এই হলো ‘আদ’ (জাতি)। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলী অঙ্গীকার করেছিল, তাঁর বস্তুদের অবাধ্যতা করেছিল এবং প্রত্যেক কঠোর স্বৈরাচারী (ও) উদ্ভৃত ব্যক্তির আদেশের অনুসরণ করেছিল।

দেখুন : ক. ৭৪১৯৬, ১০৪৭২; খ. ১১৪৭; গ. ৭৪৬৯, ৪৬৪২৪; ঘ. ৪৪১৩৪, ৬৪১৩৪; ঙ. ৭৪৭৩।

১৩২৫। নাসিরাতুন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ললাট এবং ললাটের ঝুলন্ত কেশগুচ্ছ (আল মুনজিদ)। এটা আরবদের এক প্রাচীন প্রথা প্রতিও ইঙ্গিত করছে। যখন কোন যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ীর সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হতো তখন সেই বন্দীর মাথার অঞ্চলগের কেশগুচ্ছ ধরে বিজয় গৌরব প্রকাশ করা হতো অথবা জয়েল্লাসের চিহ্নস্বরূপ বন্দীদের মাথা ন্যাড় করে ছেড়ে দেয়া হতো।

إِنَّمَا تَقُولُونَ لَا إِغْتِرَالَكُمْ بَعْضُ الْمَهَيْتَنَا  
بِسْوَدَةٍ قَالَ رَبِّيْ أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا  
أَنِّي بَرِّيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ<sup>৫</sup>

مِنْ دُوْنِهِ فَكِيدُونِيْ جَمِيعًا شَمَّ لَا  
تُنْظِرُونِ<sup>৬</sup>

إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا  
مِنْ دَآبَّةٍ لَا هُوَ أَخْذَ بِنَا صِيَّتَهَا دَارَ  
رَبِّيْ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمِ<sup>৭</sup>

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا  
أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخِلْفُ  
رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ جَوْلَاتْرُونَهَ شَيْئًا  
إِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ<sup>৮</sup>

وَلَمَّا جَاءَهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوَدًا وَالْجَزِينَ  
أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَنْنَاجَ وَزَجَّيْنَهُمْ  
مِنْ عَذَابِ غَلِيلِ<sup>৯</sup>

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِإِيمَانِ رَبِّهِمْ  
وَعَصَوْا رُسْكَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ  
جَبَّارٍ عَنِيهِ<sup>১০</sup>

৬১। ক্ষেত্রে ইহকালে এবং ক্ষেত্রে অভিশাপ  
তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। শুন! নিশ্চয় আদ (জাতি)  
[১১] তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান!  
৫ ‘আদ’ (অর্থাৎ) হৃদের (জাতির) জন্য ধ্বংস ১৩২৫-ক।

وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا ه  
رَبَّهُمْ مَا كَانُوا بُعْدَ إِلَّا عَادٌ قَوْمٌ هُوُدٌ ه

৬২। খ.আর সামুদ (জাতির) প্রতি ১৩২৬ তাদের ভাই সালেহকে  
(পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল, ‘হে আমার জাতি! তোমরা  
আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন  
উপাস্য নেই। তিনি মাটি থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন  
এবং এতে তোমাদের আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তার  
কাছে ক্ষমা চাইতে থাক এবং তওবা করে তাঁর দিকে বিনত  
হও। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি নিকটে (এবং তিনি  
দোয়া) করুণকারী।’

وَإِلَى شَمْوَدَ أَخَاهُمْ صَلِحَّا مَقَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُ وَإِلَهَكُمْ مَمَنِ إِلَهٌ غَيْرُهُ  
هُوَ أَنْشَاكُمْ مَمَنِ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرُكُمْ  
فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّهُ  
إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ১১

দেখুন : ক. ২৮:৪৩ খ. ৭:৭৪

১৩২৫-ক। ‘বু’দান’ দ্বারা দূরত্ব, অভিশাপ বা অমঙ্গল প্রার্থনা বুঝায়। ‘বাউদা’ থেকে বু’দ উৎপন্ন, যার অভিধানিক অর্থঃ সে দূরে রইলো, নিপাত গেল; অভিশপ্ত হলো, যেমন বলা হয়ে থাকেঃ ‘ব’দান-লাহ’ অর্থাৎ সে অভিশপ্ত হোক। সে নিপাত যাক (লেইন)।

১৩২৬। ‘সামুদ’ শব্দটি আরবী হওয়াতে প্রতীয়মান হয়, এই জাতি আরব বংশোদ্ধৃত এবং এক আরব উপজাতি। এটা এক অসার যুক্তি যে সালেহ কোন বিদেশী নামের অনুবাদ। কারণ কুরআন করীম সকল বিদেশী নাম অনুবাদ না করে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করেছে, যেমন মূসা (Moses), হারুন (Harun), ইউনুস (Jonah) এবং যাকারিয়া (Zachariah)। ‘সামুদ’ ছিল ‘আদ’ জাতির উত্তরাধিকারী (৭:৭৫)। সুতরাং আদ ও ছিল আরবীয়দের মধ্যেই একজাতি। আবার ‘আদ’ জাতি ও নূহের (আঃ) জাতির উত্তরাধিকারী। এতেই প্রমাণিত হয়, নূহ (আঃ) একজন আরব ছিলেন। অবশ্য নূহ (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল মেসোপটেমিয়াতে এবং এই অঞ্চল পূর্বাকালে আরবদের দ্বারা শাসিত হতো। ধীর ঐতিহাসিকদের মতে ‘সামুদ’ জাতির অবস্থান খৃষ্টিয় যুগের কিছু পূর্বের কোন এক সময়ে ছিল। তাদের মতে হিজর বা আগ্রা এই জাতির বাসস্থান। তারা এদেরকে ‘সামুদেনি’ নামে অভিহিত করতো এবং হিজর এর নিকটবর্তী একটি স্থানেরও উল্লেখ করতো যাকে আরবের লোকেরা ‘ফাজ আন-নাকাহ’ বলে থাকে। টলেমি (Ptolemy- ১৪০ খ্রিষ্টপূর্ব) বলেনঃ হিজর এর নিকটে ‘বাদানাতা’ নামে এক স্থান আছে। ‘ফুতুহশ শামের’ প্রণেতা আবু ইসমাঈল বলেনঃ সামুদ জাতি বসরা (সিরিয়া) এবং এডেন এর নিকটবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সেখানে তারা শাসন চালাতো। সম্ভবত তারা উত্তরদিকে দেশান্তরিত হয়েছিল। আল হিজর (যা মাদাইনে সালেহ নামেও পরিচিত) বৌধ হয় এই জাতির রাজধানী ছিল যা মদীনা এবং তাবুকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই হিজর সেই উপত্যকার অন্তর্গত যাকে ‘ওয়াদি কুরা’ বলা হয়। এটা প্রধানিদেশে বিষয় যে কুরআন করীমের বহস্থানে হুদ এবং সালেহ নবী (আঃ) এর বর্ণনা পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক স্থানে একই নিয়মের ক্রম-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন হুদ (আঃ) এর ঘটনাবলী প্রথমে এবং সালেহ (আঃ) এর কথা পরে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকৃতই কালানুক্রমিক বিন্যাস। এতে এই কথাই প্রমাণিত হয়, কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ও সঠিক ক্রমবিন্যস্ত ঐতিহাসিক ধারায় ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরেছে, যা কালের বিশ্বত্তির তলে হারিয়ে গিয়েছিল এবং অস্পষ্টতায় ঢাকা ছিল।

কোন কোন লেখকের মতে ‘সামুদ’ হলো ‘আদ এ সানীয়া’ অর্থাৎ দ্বিতীয় ‘আদের’ আর একটি নাম। আবার অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় ‘আদ’ এর পরে তাদের আবির্ভাব। সামুদ জাতি পাহাড়ে-পাহাড়ের রাজত্ব করতো (৭:৭৫) এবং সেই দেশে প্রচুর বর্ণ ও স্নোতিস্নী ও বাগবাণিকাপূর্ণ ছিল। সেখানে অতি চমৎকার ও উত্তম জাতের খেজুর উৎপন্ন হতো। তারা জমিতে কৃষি কাজ করে শস্যাদি উৎপন্ন করতো (২৬:১৪৮-১৪৯)।

কুরআন করীমের এই বর্ণনা সমর্থিত হয় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণলিপি দ্বারা। এগুলোর পাঠোদ্ধার করেছিল মুসলমানরা আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে। মনে হয় সালেহ নবীর যুগের পর এই জাতির পতন আরম্ভ হয়। কারণ তাঁর সময়ের মাত্র কয়েক শতাব্দী ব্যবধানেই বিজয়ী জাতিগুলোর মধ্যে তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আরব দেশ কোন এক এসিরিয়ান বাদশা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল (৭২২-৭০৫ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং প্রার্জিত উপজাতিগুলোর ফিরিস্তির মধ্যে সামুদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় খুদিত এক শীলালিপিতে, যা সেই রাজা তার বিজয়ের গৌরবময় শৃঙ্খলার মধ্যে সামুদ জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ধীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডাইভোরাস (৮০ খ্রিষ্টপূর্ব), পিনী (৭৯ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং টলেমী তাঁদের রচিত পুস্তকে সামুদ জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। রোম স্বার্বাট জাস্টিনিয়ান (JUSTINIAN) যখন আরবদেশ আক্রমণ কীর্তার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৩। তারা বললো, 'হে সালেহ! নিশ্য তুমি এর পূর্বে আমাদের মাঝে আশাভরসার স্থল ছিলে। আমাদের পূর্বপুরুষ যাদের উপাসনা করে এসেছে তুমি কি তাদের উপাসনা করা থেকে আমাদের বারণ করছ? আর তুমি আমাদের যে বিষয়ে আহ্বান করছ সে বিষয়ে নিশ্য আমরা এক অস্তিকর সন্দেহে (পড়ে) আছি।'

৬৪। সে বললো, 'হে আমার জাতি! বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি নিজ পক্ষ থেকে আমাকে এক বিশেষ কৃপায় ভূষিত করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি তাঁর অবাধ্যতা করলে আমাকে কে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে? তবে তোমরা ক্ষতি বৃদ্ধি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করবে না।'

৬৫। আর হে আমার জাতি! 'আল্লাহর (পথে উৎসর্গীকৃত) এই উট্টনী তোমাদের জন্য এক নির্দর্শন। সুতরাং তোমরা এটাকে আল্লাহর যমীনে (অবাধে) চরে খেতে দাও। আর এটাকে কোন কষ্ট দিও না। নচেৎ তোমরা অত্যাসন্ন এক আয়াবের কবলে পড়বে।'

৬৬। তবুও 'তারা এর হাঁটুর রগ কেটে দিল। তখন সে বললো, 'তোমরা নিজেদের বাড়িঘরে তিন দিন<sup>৩২৭</sup> যা ভোগ করার করে নাও। এ এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়।'

৬৭। অতএব আমাদের আদেশ যখন এসে গেল তখন আমরা সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা আমাদের বিশেষ কৃপায় উদ্বার করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকেও (রক্ষা করলাম)। নিশ্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকই অতি শক্তিশালী (ও) মহাপরাক্রমশালী।

قَالُوا يَضْلِعُونَ قَدْ كُنْتَ رَفِينَا مَرْجُوا  
قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَيْنَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ  
أَبَاوْنَا وَإِنَّا لَيَفِي شَلِّ مِمَّا تَذَعَّنَآ  
إِلَيْنِي مُرِيِّبٌ<sup>৩৩</sup>

قَالَ يَقُولُهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ  
مِنْ رَبِّي وَأَشْرِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ  
يَئْصُرُنِي مِنَ الْمُوْلَانَ عَصَيْتُهُ فَمَا  
تَزَيَّدُ دُنْيَيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ<sup>৩৪</sup>

وَيَقُولُهُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيْهَ  
فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا  
تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا حَمْدُكَمْ عَذَابَ  
قَرِيبٌ<sup>৩৫</sup>

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ  
ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  
مَكْذُوبٍ<sup>৩৬</sup>

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تَجَيَّنَا صَلَحًا وَ  
الَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَمِنْ  
خَرْبِي يَوْمِئِذٍ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ  
الْعَزِيزُ<sup>৩৭</sup>

দেখুন : ক. ১১:২৯,৮৯; খ. ৭৪৭৪, ১৭৬০, ২৬১৫৬, ৫৪৮২৮, ৯১১৪; গ. ৭৪৭৮, ২৬১৫৮, ৫৪৮৩০, ৯১১৫।

করেছিল তখন তার সৈন্য বাহিনীতে তিনশ' সামুদ্রী সৈন্য ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই এই উপজাতির চিহ্ন সম্পর্কের পে

বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

★ ৬৮। আর \*যারা যুলুম করেছিল এক বিকট শব্দকারী আয়াব<sup>১০২৮</sup> তাদের আঘাত হানলো। আর তারা প্রত্যন্তে তাদের বাড়িঘরে মুখ থুবড়ে এমনভাবে পড়ে রইলো,

৬ [৮] ৬৯। \*যেন তারা এতে কথনে বসবাস করেনি। শুন! নিচয় সামুদ্র (জাতি) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অঙ্গীকার করেছিল। ৬ সাবধান! সামুদ্র (জাতির)<sup>১০২৯</sup> জন্য ধ্বংস।

৭০। আর \*নিচয় আমাদের প্রেরিতরা<sup>১০৩০</sup> সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের<sup>১০৩১</sup> কাছে এল। \*তারা ‘সালাম’ জানালো। সে-ও বললো, ‘সালাম’। আর সে অনতিবিলম্বে একটি ভুনা বাচুর নিয়ে এল।

★ ৭১। কিন্তু \*সে যখন দেখলো তারা এর দিকে হাত বাঢ়াচ্ছে না তখন সে তাদেরকে আগস্তুক বলে মনে করলো এবং তাদের দিক থেকে তীতি অনুভব করলো। তারা বললো, ‘তয় করো না। কেননা আমরা লৃতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি<sup>১০৩২</sup>।’

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ  
فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَمِينَ<sup>১০</sup>

كَانَ لَهُ يَغْنِتُوا فِيهَا، أَلْأَرَّ إِنَّ شَمُودًا  
كَفَرُوا رَبَّهُمْ، أَلَّا بِمَغْدًا لِشَمُودَ<sup>১১</sup>

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلَنَا رَبِّهِمْ  
بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَّمًا، قَالَ سَلَّمَ  
فَمَا لَبِثَ آنَ جَاءَ بِعْجَلٍ حَنِينِ<sup>১২</sup>

فَلَمَّا رَأَ آيَهِمْمَ لَا تَصُلُّ إِلَيْهِ  
تَكَرَّهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً، قَالُوا  
لَا تَحْفَزْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطٌ<sup>১৩</sup>

দেখুন : ক. ৭৪৭৯, ২৬৪১৫৯, ৫৪৪৩২; খ. ১০৪২৫; গ. ১৫৪৪২ ৫১৪২৫; ঘ. ১৫৪৫৩, ৫১৪২৬; ঙ. ৫১৪২৮-২৯।

১০২৮। ‘সামুদ্’ জাতির উপরে আপত্তি শাস্তি প্রকাশের জন্য সাত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শক্ত এবং শব্দমালা কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে: তফসীরাধীন ও ৫৪৪৩২ আয়াতে “সায়হাহ” (শাস্তি); ৭৪৭৯ আয়াতে রায়ফাহ (ভূমিকম্প); ২৬৪১৫৯ এর মধ্যে শুধু আয়াব (শাস্তি); ২৭৪৫২ তে, ‘দাম্মারনাহম’ (আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলাম); ৫১৪৪৫ এর মধ্যে ‘সায়কাহ’ (বজ্রপাত অথবা অন্য কোন ধ্বংসাত্মক শাস্তি); ৬৯৪৬ তে ‘তাগিয়াহ’ (অসাধারণ শাস্তি); এবং ৯১৪১৫ আয়াতের মধ্যে ‘ফাদামদামা আলায়হিম’ (তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিলেন)। যদিও আল্লাহ তাআলার আয়াব বুঝাবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়েছে তথাপি রাজ্ফাহ, সায়হাহ, সায়েকাহ এবং তাগিয়াহ শব্দগুলো মনে হয় পরম্পরাগত অর্থবোধক। যেহেতু শেষোক্ত শব্দত্রয় শাস্তি অর্থে প্রযোজ্য হয়, তাই অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নেই। মোটকথা সামুদ্ জাতি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। উপরোক্ত শব্দগুলো একই অর্থে আকস্মিক মহা দুর্ঘটনাকেই বুঝায়।

১০২৯। পূর্ববর্তী ৬১নং আয়াতে ‘হুদের জাতি’ শব্দগুলো ‘আদ’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এতিহাসিক ভিত্তিতেই। কারণ ‘আদ’ প্রকতপক্ষে দু’টি গোত্রের নাম ‘আদে উলা’ বা প্রথম ‘আদ’ এবং ‘আদে সানীয়া’ বা দ্বিতীয় ‘আদ’ এবং ‘হুদের জাতি’ শব্দগুলো যুক্ত হওয়ায় এটাই বুঝায় যে তারা প্রথম গোত্রের, দ্বিতীয় ‘আদ’ নয়। কিন্তু এখানে যেহেতু ‘সামুদ্’ একটি মাত্র উপজাতির নাম, সেই জন্য সালেহ (আঃ) এর জাতি, এই কথাগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলো যোগ হলেও বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হতো না।

১০৩০। ‘প্রেরিতরা’ কারা ছিল- এ বিষয়ে তফসীরকারকদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকে বলেন, তারা মানব ছিলেন। আবার কারো কারো মতে তারা ফিরিশ্তা ছিলেন। পূর্ববর্তী মত প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে হয়। ইব্রাহীম এবং লৃত (আঃ) উভয়ে সেই স্থানে বহিরাগত হওয়ার কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আল্লাহ তাআলা উক্ত অঞ্চলের কিছু ধর্মপরায়ণ লোককে তার জাতির উপরে আয়াব পতিত হওয়ার পূর্বেই লৃত (আঃ) কে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাও স্মরণ রাখা দরকার, এই ‘প্রেরিতরা’ আয়াবের প্রথম সতক্কারীরূপে আগমন করেননি। লৃত (আঃ) এর জাতিকে বহু পূর্বে ‘আয়াব’ সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল (১৫৪৬৫)। সেই ‘প্রেরিতরা’ শুধু তাঁকে পূর্বের হৃশিয়ারকৃত আয়াবের নির্ধারিত সময় আগত হওয়ার সংবাদ দিতে এসেছিলেন।

১০৩১। ইব্রাহীম (আঃ) এর আসল নাম ছিল ‘আব্রাম’। হয়রত ইসমাইল (আঃ) এর জন্মের পরে আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তিনি আব্রাহাম নামে অভিহিত হলেন যার অর্থঃ মানব-সাধারণের পিতা বা বহু জাতির পিতা এবং আব্রাহাম থেকে আরবীতে ইব্রাহীম করা হয়েছে। তাঁর বংশের এক শাখা ইসরাইলীয়া কেনামে বসবাস করতো এবং অপর শাখা ইসমাইলীয়া আববের বাসিন্দা ছিল।

★ ৭২। আর তার স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে মুখ টিপে হাসলো। তখন 'আমরা তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম।

৭৩। 'সে বললো, 'হায়রে আমার কপাল! আমি এক বৃন্দা এবং আমার এ স্বামী একজন বৃন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমি নাকি সত্তান জন্ম দিব! নিশ্চয় এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

৭৪। 'তারা বললো, 'তুমি কি আল্লাহ'র সিদ্ধান্তে আশ্রয় হচ্ছো হে নবী পরিবার!<sup>৩৩৩</sup>! তোমাদের ওপর আল্লাহ'র কৃপা ও তাঁর আশিস বর্ষিত হোক। নিশ্চয় তিনি পরম প্রশংসাভাজন (ও) পরম মর্যাদাবান।

৭৫। এরপর ইব্রাহীমের ভয় যখন কেটে গেল এবং তার কাছে সুসংবাদটি এসে গেলো তখন সে আমাদের<sup>৩৩৪</sup> সাথে লুতের জাতির বিষয়ে বাক্বিতভা শুরু করে দিল।

৭৬। 'নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল অতি সহিষ্ণু, কোমলহৃদয় (এবং) সদাবিনত।

৭৭। 'হে ইব্রাহীম! এ (সুপারিশ করা থেকে) বিরত হও। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ বলবৎ হয়ে গেছে। আর তাদের ওপর অবশ্যই এক অটল আযাব আসতে যাচ্ছে'।

দেখুন : ক. ২১:৭৩, ৫১:২৯; খ. ৫১:৩০; গ. ৫১:৩১; ঘ. ৯:১১৪।

১৩৩২। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) 'প্রেরিতগণকে' প্রথমে সাধারণ পথিক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু যখন সামনে পরিবেশন করা রোষ্ট গো-বৎসের মাংস খেতে তাঁরা বিরত রাইলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁরা বিশেষ কোন কার্যে প্রেরিত হয়েছেন, যা তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। 'তাদের দিক থেকে ভীতি অনুভব করলো' কথার অর্থ এই নয় যে, হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) অচেনা-অজান লোক দেখে তয় পাছিলেন, বরং তারা খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করায় তিনি এই ভয়ে খুব অস্থিতি বোধ করছিলেন যে হ্যাত আতিথেয়তার শিষ্টাচারে কোন ক্রটি রয়েছে। অতিথিগণ সম্ভবত ইব্রাহীম (আঃ) এর চেহারায় অস্থিতা লক্ষ্য করে তাঁর মনের বিচলিত অবস্থাকে উপলক্ষ্য করেছিলেন। তৎক্ষণাত তাঁকে উৎকর্ষ মুক্ত করবার জন্য বললেন, তাঁরা মোটেই অস্তুষ্ট হননি এবং যে কারণে তাঁরা খাদ্যে অশ্রদ্ধণ করেননি তাহলো, যে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়োজিত তা এক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ বিষয় যা তাঁদের আহারে অরুচি এনে দিয়েছে। অতিথির এ জবাবেও দেখা যায়, তাঁরা ফিরিশ্তা ছিলেন না। নইলে তাঁরা এটাই বলতেন, তাঁরা মানব নয় বলে যমীনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

হ্যরত লৃত (আঃ) 'ফিলিস্তিন', 'মেআব' এবং 'আমমন' এর অধিবাসীদের পূর্বগুরুষ ছিলেন। তিনি হাকনের পুত্র ও তেরাহ'র পৌত্র ছিলেন এবং হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাতুপুত্র ছিলেন। তিনি হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে কেনানে মিলিত হয়েছিলেন।

১৩৩৩। এই আযাতে 'হে নবী পরিবার' বলতে নিশ্চিতভাবে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্ত্রীকেই বুঝাচ্ছে। কেননা তখন পর্যন্তও তাঁর কোন সত্তান হয়নি। প্রকৃপক্ষে কুরআনে ব্যবহৃত 'আহ্লাল বায়ত' শব্দদ্বয় সাধারণত নবীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে বুঝিয়েছে (২৮:১৩; ৩৩:৩৪)।

১৩৩৪। আদি পুস্তক-১৮:২১-৩৩ দষ্টব্য।

وَأَمْرَأُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَاهَا  
بِإِسْعَقٍ لَا وَمِنْ وَرَاءِ إِسْعَقٍ يَغْقُوبٌ<sup>④</sup>

قَالَتْ يَا وَيْلَتِي إِلَيْدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا  
بَعْلِي شَيْخًا مِنَ هَذَا الشَّيْءِ عَجِيبٌ<sup>⑤</sup>

قَالُوا أَتَتْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَنْ  
اللَّهُو بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ  
إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ<sup>⑥</sup>

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَ  
جَاءَتِهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ  
لُؤْطِ<sup>⑦</sup>

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَعَلِيهِمْ أَدَاءً مُنِيبٌ<sup>⑧</sup>

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا جَاهَةً قَدْ  
جَاءَهُ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهُمْ عَذَابَ  
غَيْرُ مَرْدُوذٍ<sup>⑨</sup>

৭৮। আর <sup>ক</sup>আমাদের প্রেরিতরা যখন লুতের কাছে এল সে তাদের দরজন চিন্তিত হলো এবং তাদের ব্যাপারে অসহায় বোধ করলো<sup>১৩০৬</sup>। আর সে বললো, ‘এ যে এক বড়ই কঠিন দিন।’

★ ৭৯। আর তার জাতি তার দিকে ছুটে<sup>১৩০৭</sup> এল। এর <sup>ক</sup>পূর্বেও তারা মন্দ কাজ করতো। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! এরা হলো আমার কন্যা। এরা তোমাদের কাছে অত্যন্ত সতীসাধী<sup>১৩০৮</sup>। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করোনা। তোমাদের মাঝে কি একজনও সুবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নেই?’\*

৮০। তারা (কথা ঘুরিয়ে) বললো, ‘তুমি নিশ্চিতভাবে জান তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই এবং আমরা যা চাচ্ছি তুমি অবশ্যই তা খুব ভালভাবে জান’<sup>১৩০৯</sup>।\*\*

দেখুন : ক. ২৯৪৩৪; খ. ৭৪৮১; ২৯৪২৯; গ. ১৫৪৭২।

১৩০৫। “যা-কা বিল আমরে যারআন” অর্থ সে অক্ষম, ক্ষমতাহীন বা কোন কিছু করতে অপারণ। “যারউন” অর্থ শক্তি সামর্থ্য অথবা এর দ্বারা কোন বন্ধ বা বিষয় তার নিকট কঠিন বা কষ্টকর হলো (লেইন)। তফসীরাধীন শব্দাবলীর অর্থ হলো- এই বিষয়ে তিনি [লুত (আঃ)] নিজেকে অসামর্থ্য এবং কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত মনে করলেন, অপরিচিতদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজেকে অসহায় বোধ করলেন।

১৩০৬। ‘সদোম’ ও ‘ঘমোরাহ’ এই দু’শহরের অধিবাসীরা অপরিচিত পথচারী দেখলে দৌড়ে এসে লুঠ করতো (যিউ এনসাইকো, সদোম অধ্যায়)। স্বভাবতই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে বলে সর্বদা শক্তি থাকতো, বিশেষত শহরের লোকের আগমন পছন্দ করতো না। আল্লাহ তাআলার সকল নবীর মতই হ্যরত লুত (আঃ) ও স্বাভাবিক কারণেই অতিথির আরামের প্রতি খেয়াল করতেন এবং তাদের জন্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করতেন (১৫৪৭১)। তাঁর জাতির লোকেরা লুত (আঃ)কে বারংবার অতিথি সেবার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। সুতরাং যখনই তিনি ‘প্রেরিতদেরকে’ তার বাড়ীতে স্বাগত জানানেন তখনই তাঁর শহরবাসী ক্রুদ্ধ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে ছুটে এল এবং তারা মনে করলো, তাদের আপত্তি অগ্রহ্য করে অপরিচিত লোককে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে লুত (আঃ)কে শান্তি দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ (১৫৪৬৮-৭১)।

১৩০৭। এই আয়ত থেকে প্রতীয়মান হয়, হ্যরত লুত (আঃ) তাঁর জাতির লোকদের অতীতের মন্দ আচরণের কথা মনে করে এই ভেবে ভীত হয়েছিলেন যে এই সব লোক না জানি কোন অনিষ্ট করে বসে এবং মেহমানদের উপস্থিতিতে তাঁর অর্মান্দা করে, কোন বিশেষ অনিষ্টের কথা এখানে নির্দেশ করেননি। হ্যরত লুত (আঃ) এর জাতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তিনি শক্তি হয়েছিলেন, তারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা যদি সন্দেহ করে থাক যে আমি অপরিচিত লোকদের সহায়তায় তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর মড়য়ে লিঙ্গ তবে তোমরা আমার কন্যাগণকে শান্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন তোমাদের জন্য উত্তম হবে এবং এইভাবে তোমরা আমার মেহমানদের অপমান করার মত লজ্জাজনক কর্ম পরিত্যাগ করতে পারবে। অথবা এও হতে পারে যে হ্যরত লুত (আঃ) শহরের শ্রদ্ধাস্পদ বৃন্দ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি তাদের স্ত্রীগণকে নিজের কন্যারূপে আখ্যায়িত করে বললেনঃ তারা তোমাদের জন্য পবিত্র।

★ [যেসব লোক বিপরীত লিসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো না তাদেরকে বিরত করার ব্যাপারে এটা ছিল খুবই সঙ্গত ও সমুচিত জবাব। আসলে নারীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল সতীসাধী। ‘অত্যন্ত সতীসাধী’ কথাটি তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা (লুত আঃ-এর) এ উত্তরকে বিকৃত করেছিল এবং এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন লুত (আঃ) তাঁর অতিথিদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর কন্যাদের সতীত্ব হানির জন্য তাদের (অর্থাৎ দুষ্ট লোকদের) কাছে সমর্পণ করেছিলেন। আসলে এ উত্তর তাদের বিকৃত স্বভাবের সুম্পত্তি প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করামের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

১৩০৮। হ্যরত লুত (আঃ) যখন শহরের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাদেরকে (আদি-১৯৪১৫) জামিনস্বরূপ পেশ করলেন, তারা এই প্রস্তাৱ নাকচ করে দিয়ে বললো, নারীদের জামিন গ্রহণ করা তাদের রীতি বিরুদ্ধ (এনসাইকোঃ ব্রিট)। ‘তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই’ এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, অধিকাংশ তফসীরকার কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যে তারা আসেনি। কারণ লুত (আঃ) এর জাতির লোক, যারা নৈতিকভাবে একুশ লম্পট ও নীতি ব্রহ্ম হয়েছিল, তারা তাদের কাম লোলুপ বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে হক না-হক বা ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তি উপায়ে করতেই পারে না। ‘আমরা যা চাচ্ছি তুমি অবশ্যই তা খুব ভালভাবে জান’ এই বাক্য এটাই ইঙ্গিত করছে যে তুমি অপরিচিতদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, এটাই আমরা চাচ্ছি।

★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسْلَنَا لُوطًا سَيِّءَةً  
بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا  
يَوْمٌ عَصَيْبٌ ④

وَجَاءَهُ قَوْمٌ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ  
قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ  
يَقُولُ هَؤُلَاءِ بَنْتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُجُونَ فِي ضَيْفِي  
أَكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ④

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ  
حَقٍّ وَرَأَيْكَ لَتَعْلَمُ مَا مَنِيرِي ④

৮১। সে বললো, ‘হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু করার শক্তি আমার থাকতো বা আমি এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম<sup>১৩৮-ক</sup>! ’

★ ৮২। তারা (অর্থাৎ মেহমানরা) বললো, ‘হে লৃত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (প্রেরিত) দৃত<sup>১৩৯</sup>। তারা কিছুতেই তোমার নাগাল পাবে না। সুতরাং তুমি <sup>৪</sup>রাতের কোন এক প্রহরে তোমার পরিবারপরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড় আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে তোমার স্ত্রীর কথা ভিন্ন। <sup>৫</sup>(কেননা) তাদের জন্য আসন্ন শান্তি তার ওপরও নেমে আসবে। নিশ্চয় <sup>৬</sup>তাদের (ধৰ্মসের) প্রতিশ্রূত সময় হলো সকালবেলা। সকালবেলা কি খুবই নিকটে নয়?’\*

৮৩। <sup>১</sup>সুতরাং আমাদের আদেশ যখন এসে গেল তখন <sup>২</sup>আমরা এ (জনপদকেও) ওলটপালট করে দিলাম এবং এর ওপর শুক্নো মাটির পাথর<sup>৩৩৯-ক</sup> ক্রমাগত বর্ষণ করলাম,

<sup>১</sup> ৮৪। যা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে <sup>২</sup>চিহ্নিত করে রাখা <sup>৩</sup>ছিল। আর এরূপ (আযাব এ যুগের) যালেমদের কাছ থেকে <sup>৪</sup>দূরে নয়।

৮৫। <sup>১</sup>আর (আমরা) মিদিয়ানবাসীদের<sup>৩৪০</sup> কাছে তাদের ভাই শোআয়বকে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। <sup>২</sup>আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্পদশালী দেখতে পাছি এবং আমি তোমাদের সম্পর্কে এক সর্বগুণ্য দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।

قَالَ لَهُ أَنَّ يَلِيْكُمْ قُوَّةً أَوْ أَدِيْرَ إِلَيْ  
رُكْنِ شَدِيْدٍ<sup>①</sup>

قَالُوا يِلُوتُ إِنَّا رُسْلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُّوا  
إِلَيْكَ فَاشْرِبَا هَلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ الْيَلِ  
وَلَا يَلْتَفِثْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَ تَكَادُ  
إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ وَإِنَّ  
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ وَالْيَنِسُ الصُّبْحُ  
يُقَرِّيْبٌ<sup>②</sup>

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَّهَا  
سَأَفْلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيَّهَا حِجَّةً مِنْ  
سِجِّيلٍ هَمَنْضُؤِ<sup>③</sup>

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ  
الظَّالِمِينَ بِبَعِينِ<sup>④</sup>

وَرَأَى مَذَيْنَ أَخَا هُمْ شَعِيْبَيَا قَالَ يَقُولُ  
أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا كُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ  
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكَيَّالَ وَالْمِيزَانَ  
إِنِّي أَذِكُمْ بِخَيْرٍ وَلَيْسَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ<sup>⑤</sup>

দেখুন : ক. ৭৪৮; ১৫৬১; ২৯৪৩; খ. ১৫১৬৬; গ. ১৫৪৬৭; ঘ. ১৫৪৭৫; ঙ. ৫১৩৩৪; চ. ৫১৩৩৫; ছ. ৭৪৮৬; ২৯৪৩৭; জ. ২৬৪১৮২, ১৮৩।

★★ [কোন কোন তফসীরকার বলে থাকেন, হ্যরত লৃত (আ:) নিজ মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁর কন্যাদের সন্তুষ্ম বিসর্জন দেয়ার প্রস্তাৱ দিয়েছিলেন। এ কথা সঠিক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে লৃতের জাতি তাঁকে অঙ্গীকার করে বলে মনে করেছিল তিনি সন্তুষ্মত প্রতিশোধকল্পে বাইরের লোক ডেকে তাদের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করছেন। তাই হ্যরত লৃত (আ:) তাদের এ কথা বলে লজ্জা দিলেন, আমার মেয়েরা তোমাদেরই বাড়ীর বৌঝি সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে ঘড়্যন্তে লিঙ্গ হতে পারিঃ (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):) কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন কৰামে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩৮-ক। আমার মেহমানকে ঘরের বাইরে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্য তোমাদের জবরদস্তি-মূলক অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবো।

১৩৩৯। ‘প্রেরিত দৃত’ কোন প্রতিবেশী অঞ্চলের ওলী-আল্লাহ ছিলেন এবং তারা আল্লাহতাআলা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে লৃত (আ:) কে সতর্ক করে দিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁর গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে এসেছিলেন।

★ [আগত দৃতদের এ উপদেশ ইঙ্গিত করে যে লৃত ও তাঁর জাতির মাঝে নিভতে এ আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আরো ইঙ্গিত বহন করে যে লৃত (আ:) বা তাঁর পরিবারে তাদের সরাসরি যাতায়াত ছিল না। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা বলপূর্বক তাঁর গৃহে প্রবেশ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। দৃতদের পরামর্শে তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। রাতের শেষ প্রহরে তাঁর স্ত্রী ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার মাধ্যমে তা ব্যর্থ হয়েছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন কৰামের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৩৯-ক এবং ১৩৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৮৬। \*আর হে আমার জাতি! ‘তোমরা ন্যায্যভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দিও, মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত করো না এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হয়ে তোমরা দেশে অশান্ত ছড়িও না।

৮৭। তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকলে (নিশ্চিত জানবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (ব্যবসায়) যা অবশিষ্ট<sup>১৩৪১</sup> থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা নই।’

৮৮। তারা বললো, ‘হে শো'আয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে আমাদের পিতৃপুরুষরা যেসবের উপাসনা করে এসেছে তা আমরা পরিত্যাগ করিঃ অথবা (তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে) আমাদের ধনসম্পদ (যথেচ্ছত্বে) ব্যবহার করা থেকে (আমরা) বিরত থাকি? তুমি তো বড়ই সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (সেজে বেড়াছ)।’

৮৯। সে বললো, \*‘হে আমার জাতি! বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রত্ন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র রিয়ক<sup>১৩৪২</sup> দিয়ে থাকেন (তবুও কি আমি তোমাদের কথামত চলবো)? আমি এটা চাই না, যে (কথা) থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি আমি নিজেই এর বিরুদ্ধে চলি। আমি কেবল আমার <sup>গ</sup>সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করতে চাই এবং আমার সামর্থ্য লাভ করা আল্লাহর (অনুগ্রহের) সাথে সম্পৃক্ত। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে বিনত হই।

দেখুন : ক. ৭৪৮৬; ২৬৪১৮; খ. ১১৪৬৪; গ. ৭৪৯৪।

১৩৩৯-ক। এই আয়াত দ্বারা বুবা যায় যে হ্যরত লৃত (আঃ) এর জাতি ভয়ানক ভূমিকাপ্রে ধ্রংস হয়েছিল। প্রচণ্ড ভূমিকাপ্রে কারণে কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠ উলট-পালট হয়ে যায় এবং বিদীর্ঘ ভূমি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে শূন্যে নিষ্কিপ্ত হতে থাকে ও পুনঃ নিচে পড়তে থাকে।

১৩৪০। মিদিয়ান ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) এর তৃতীয় স্ত্রী কতুরা এর পুত্র (আদি-২৫৪-২)। তার বংশধরের সকলেই মিদিয়ান বা মাদইয়ান বলে অভিহিত। তাদের রাজধানীকেও মিদিয়ান বলা হতো। এই শহর আরব উপকূলবর্তী ছয় মাইল দূরত্বে আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। মিদিয়ানের বংশধরেরা হেজায়ের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করতো এবং তারাই এই শহরের নির্মাতা। এখানেই ফেরাউনের যুলুমের কারণে হিজরতের পর হ্যরত মূসা (আঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তা ছিল মিদিয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখানে লোহিত সাগর অতিক্রম করার পর তিনি ইসরাইলীদের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। (আরও জানার জন্য ১০১০ টাকা দ্রষ্টব্য)

১৩৪১। এখানে ‘বাকিয়া’ অর্থ আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে ন্যায় এবং সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন বুঝাচ্ছে। এর এক অর্থ হতে পারে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য (৩০৯ টাকা দ্রষ্টব্য)।

১৩৪২। হ্যরত শোআয়ব (আঃ) এর বিরংবাদীরা সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো যে তিনি তাদেরকে তাদের অভ্যাস থেকে বিরত রেখে নিজের ব্যবসাকে সম্মুক্ত করবেন। আয়াতের এই কথাগুলো দ্বারা শোআয়ব (আঃ) তাদেরকে আশঙ্কামুক্ত করলেন।

وَ يَقُومُ أَذْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيرَانَ  
يَا لِقْسِطٍ وَلَا تَنْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ  
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ <sup>(৩)</sup>

بِقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ هُوَ مَا آتَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ  
أَنْ تَثْرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ  
تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوْءُ إِنْكَ  
كَانَتِ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ <sup>(৩)</sup>

قَالَ يَقُومُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى  
بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا  
حَسَنَاهُ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ رَأِيًّا  
مَا أَنْهِمْ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ رَأِيًّا لِلرَّضَلَامِ  
مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي رَأِيًّا يَا اللَّهُ  
عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَ لِلَّهِهِ أُنِيبُ <sup>(৩)</sup>

৯০। আর হে আমার জাতি! আমার শক্রতা যেন তোমাদেরকে কখনো এমন কিছু করতে প্রয়োচিত না করে, যার ফলে তোমাদের ওপর সেই বিপদ নেমে আসে যেমনটা নৃহের জাতি অথবা হৃদের জাতি কিংবা সালেহ্র জাতির ওপর নেমে এসেছিল<sup>১৩৪০</sup>। আর লুতের জাতি তোমাদের কাছ থেকে মোটেই দূরে নয়।

৯১। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের <sup>ك</sup> কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (এবং) এরপর তওবা করে তাঁর কাছে বিনত হও। নিশ্চয় আমারু প্রভু-প্রতিপালক বার বার ক্পাকারী (ও) পরম প্রেময়।'

★ ৯২। তারা বললো, 'হে শোআয়ব! তুমি যা বল এর অনেক কথাই আমরা বুঝি না। এ ছাড়া <sup>ي</sup>আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের মাঝে অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করি। আর তোমার যদি কোন গোত্র থেকে না থাকতো তাহলে আমরা তোমাকে নির্ধার পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর তুমি তো আমাদের ওপর কোন ক্ষমতাই রাখ না।'

৯৩। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী হলো? অথচ তোমরা তাঁকে উপেক্ষার বস্তু বানিয়ে রেখেছ! নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কার্যকলাপ ঘিরে রেখেছেন।

৯৪। আর <sup>ي</sup>হে আমার জাতি! তোমরা নিজ অবস্থানে থেকে যা পার কর<sup>১৩৪০-ক</sup>। নিশ্চয় আমিও (যা পারি) করে যাব। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কে সে যাকে এক লাঞ্ছনাদায়ক আয়াব ধরে ফেলবে এবং (এটাও জেনে যাবে) কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা (পরিগতির) অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম'।

وَيَقُولُمْ لَا يَجِدْ مَنْكُمْ شَقَاقٍ أَنْ  
يُصِيبَكُمْ مَثُلُّ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحَ  
أَوْ قَوْمَ هُودَ أَوْ قَوْمَ صَلِيجَ وَمَا قَوْمُ  
لُوطٍ مِثْلُكُمْ بِبَعْيَدٍ<sup>৪</sup>

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ  
إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ دُدُودٌ<sup>৫</sup>

قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا إِمَّا  
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزَّلْنَاكَ فِيهَا ضَعِيفًا وَلَوْ  
لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا  
بِعَزِيزٍ<sup>৬</sup>

قَالَ يَقُولُمْ أَرَهْطِنِي أَعْزُّ عَنِيكُمْ مِنَ اللَّهِ  
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهِيرَيَا إِنَّ رَبِّيَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ<sup>৭</sup>

وَيَقُولُمْ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي  
عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيَنِي  
عَذَابٌ يُخْزِيَنِي وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ  
وَأَرْتَقِبُو إِنِّي مَعْكُمْ رَقِيبٌ<sup>৮</sup>

দেখুন : ক. ১১৪৪; খ. ৭৪৯; গ. ৩৯৪০।

১৩৪৩। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে হ্যরত নূহ, হুদ, সালেহ্ এবং লুত (আঃ) এর { এবং সে কারণেই হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর } পরবর্তী যুগে হ্যরত মূসা (আঃ) এর যুগের পূর্বে হ্যরত শো'আয়ব (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ তিনি মূসা (আঃ) এর জাতির লোকদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলেননি, যদিও মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতি যে অঞ্চলে বসবাস করতো শোআয়ব (আঃ) এর গোত্রও সেই এলাকারই অধিবাসী ছিল।

১৩৪৩-ক। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে থাকুক এবং তিনিও (হ্যরত শো'আয়ব) তাঁর স্তম্ভনামের আলোকে কর্ম তৎপর থাকবেন। কর্মফলই প্রমাণ করবে, কে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মাফিক চলছে এবং কে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যকে অমান্য ও ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লিঙ্গ রয়েছে।

৯৫। আর আমাদের আদেশ যখন এসে গেল আমরা তখন আমাদের বিশেষ কৃপায় শো'আয়্যবকে ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং ক্যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে এক বিকট শব্দের আয়াব আঘাত হানলো। অতএব তারা নিজেদের বাড়ীঘরে মুখ খুবড়ে পড়ে রইলো,

৯৬। <sup>৮</sup>যেন তারা এতে কখনো বসবাসই করেনি। শুন, [১২] মিদিয়ানবাসী সেভাবেই ধ্রংস হলো যেভাবে সামুদ (জাতি) ধ্রংস হয়েছিল।

৯৭। আর নিশ্চয় আমরা <sup>৯</sup>মুসাকে আমাদের নির্দশনাবলী ও সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম

৯৮। <sup>১০</sup>ফেরাউন ও তার পারিষদদের প্রতি। যদিও ফেরাউনের আদেশ সঠিক ছিল না তবুও তারা ফেরাউনের আদেশ মেনে চললো।

★ ৯৯। কেয়ামত দিবসে সে তার জাতির আগে আগে থাকবে এবং (যেভাবে পশুপালকে পানির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবে) তাদেরকে আগুনের গহ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কত মন্দ সেই ঘাট এবং কত মন্দ তারা<sup>১০৪৩-খ</sup> যাদেরকে এতে নিয়ে যাওয়া হবে!

★ ১০০। আর এ (পৃথিবীতে) এবং কিয়ামত দিবসেও অভিশাপ <sup>ঁ</sup>তাদের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। এ দান অতি মন্দ (এবং এ দান) যাদের দেয়া হয়েছে তারাও অতি মন্দ<sup>১০৪৪!</sup>

১০১। <sup>চ</sup>এ হলো সেসব (ধ্রংসগ্রাণ্ট) জনপদের সংবাদগুলোর একটি যার বৃত্তান্ত আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। এদের কেন কোনটি বিদ্যমান রয়েছে এবং কেন কোনটি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

দেখুন : ক. ৭৪:৯২; ২৬:১৯০; ২৯:৩৮; খ. ৭৪:৯৩; গ. ১৪:৬; ৪০:২৪; ঘ. ২৩:৪৭; ৪০:২৫; ঙ. ২৮:৪৩; চ. ২০:১০০।

১০৪৩-খ। 'বেরদুন' এর উৎপত্তি 'ওরাদা' থেকে যার অর্থঃ সময়, পানি সিঞ্চনের স্থান এবং ঘাট, মানুষ অথবা গরু-মহিষের পাল, জলাধারে আসা বা নামা (আকরাব ও মুফরাদাত)।

১০৪৪। রেফ্র্ড অর্থঃ উপহার বা সমর্থন বা সাহায্য (লেইন)। আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে ফেরাউন, যাকে তার অনুগত লোকেরা আল্লাহ তাআলার বিপরীতে সাহায্যকারী মনে করতো, সে তাদের জন্য তাদের শেষ দিনে বা পুনরুত্থানের দিনে ক্ষতিকর সাহায্যকারীরপে প্রমাণিত হবে। কারণ সে কেবল তাদেরকেই দোষখে নামাবে না, বরং সে তাদের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করবে।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شَعِينًا وَ  
الَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ  
أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ  
فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَمِينَ <sup>(১)</sup>

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا  
لِمَذِيْنَ كَمَا بَعْدَ ثَمُودٍ <sup>(২)</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُؤْسِى بِإِيمَانَهُ سُلْطَنٌ  
مُّبِينٌ <sup>(৩)</sup>

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَهِ قَاتَّبَعُوهُ أَمْرَ  
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ <sup>(৪)</sup>

يَقْدُمْ قَوْمَهُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ  
فَأَوْرَدَهُمُ التَّارِدُ وَبِئْسَ الْوِزْدُ  
الْمَوْرِدُ <sup>(৫)</sup>

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ  
الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ <sup>(৬)</sup>

ذَلِكَ مِنْ آنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصَهُ  
عَلَيْنَاكَ مِنْهَا قَارِئَمْ وَحَصِيدَ <sup>(৭)</sup>

১০২। আর ‘আমরা তাদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে’<sup>৩৪৪</sup>। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ যখন এসে গেল তখন তাদের সেইসব উপাস্য যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকতো এরা তাদের কোন কাজে এল না। আর এরা তাদের ক্রমাগত ধর্মসেরই কারণ হলো।

১০৩। ‘আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন জনপদগুলোকে তাদের অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় ধরেন (তখন তাঁর) শাস্তি এমনটিই হয়ে থাকে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক (ও) কঠোর।

১০৪। পরকালের আয়াবকে যে ভয় করে নিশ্চয় এতে ‘তার জন্য এক মহা নির্দশন’<sup>৩৪৫</sup> রয়েছে। এ-ই সেই দিন যার জন্য মানুষকে সমবেত<sup>৩৪৬</sup> করা হবে এবং এ-ই সেই দিন যার সম্পর্কে সাক্ষ দেয়া হয়েছে।

১০৫। আর আমরা একে হাতে গোণা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবো’<sup>৩৪৭</sup>।

দেখুন : ক. ৩:১১৮; ১৬:৩৪; খ. ৫:৪:৩; ৮:৫:১৩; গ. ১৪:১৫।

১৩৪৫। কুরআন করীম পুনঃ পুনঃ জোর দিয়ে বলেছে, আল্লাহ তাআলা কোন জাতিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তারা নিজেদের দুর্কর্মের ফলেই শাস্তি তোগ করে থাকে। অদৃষ্টবাদ বা অন্ধ ভাগ্যের শিকার হওয়ার চিন্তাকে কুরআন অঙ্গীকার করে। ‘আল্লাহ তাআলা প্রকৃত কারণ ছাড়াই খামখেয়ালীভাবে জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন ঘটান’- এই যুক্তি বা দর্শনও কুরআন অঙ্গীকার করে। এ কারণেই কুরআনে যেখানেই শাস্তি সরব্রে বলা হয়েছে, সেখানে ব্যক্ত হয়েছে যে শাস্তি অথবা পুরকার উভয়ই মানুষের নিজের কর্মফল।

১৩৪৬। ‘আয়াতান’ অর্থ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ও বটে।

১৩৪৭। মানব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বা আত্মনির্ভরশীল নয়। পরিবেশ, শিক্ষা এবং বংশ-গতি মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। কাজেই তার বিশেষ কোন কাজের সঠিক মূল্যায়ন বা বিচার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কার্য সংঘটিত হওয়ার মূলে যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী দ্বারা তা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তা বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। এ কারণেই মানুষের সম্পদাদিত কর্মের নির্ভুল স্বরূপ ও প্রকৃতি পূর্ণভাবে উপলক্ষ্য করার আলোকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বা পুরকার দেয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ তাআলার পক্ষে খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং ব্যক্তি বিশেষের কর্মে প্রদত্ত স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হলেও এটা আবশ্যিক ছিল যে কোন এক বিশেষ দিনে সকল মানব তাদের আমলানামাসহ সমবেত হবে যখন সকল পরিস্থিতি ও অবস্থা, যার মধ্যে তারা কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল এবং নানা প্রকার কারণ ও যুক্তি, যা সেই সব কাজে প্রয়োগে করেছিল তার উপস্থিত দৃশ্য (যার মধ্যে এই সব অবস্থার উত্তর ঘটে) একত্রে বিবেচনা করে তাদের শাস্তি বা পুরকার নির্ধারণ করে বিচার-নিষ্পত্তি চূড়ান্ত করা যাবে।

১৩৪৮। ‘আজল’ অর্থ মেয়াদ, সময় বা কাল এবং কালের শেষ সীমা বা সমাপ্তি। এটা দু’প্রকার, যথা : (১) যা বাতিল যোগ্য বা পরিবর্তনশীল এবং (২) যা পরিবর্তন বা খণ্ডন হয় না। খণ্ডন-যোগ্য “সীমা” বা নিরাপিত কাল যা জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনীয়। দ্রষ্টান্তস্বরূপ, মানুষের বয়সের সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে তার আয় কর্তৃত বা দীর্ঘায়িত হতে পারে। কিন্তু এমন “সীমা” বা গন্তী আছে যা অখণ্ডনীয় এবং অপরিবর্তনীয়, যেমন সম্পূর্ণ জাতির ধর্মস সম্পর্কিত মেয়াদ।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلِكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
فَمَا آغْنَتْ عَنْهُمْ لِهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ  
مِنْ دُورِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرٌ  
رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ عَيْرَ تَشْيِيبٍ<sup>৩৪৮</sup>

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْبَى وَ  
هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهَا إِلَيْهِمْ شَدِيدٌ<sup>৩৪৯</sup>

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ  
الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعَهُ لَهُ  
النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ<sup>৩৫০</sup>

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلٍ مَعْدُودٍ<sup>৩৫১</sup>

১০৬। \*যেদিন তা এসে পড়বে তাঁর অনুমতি ছাড়া (সেদিন) কেউই কথা বলতে পারবে না । এরপর তাদের কেউ হবে হতভাগা এবং কেউ হবে ভাগ্যবান ।

১০৭। অতএব যারা হতভাগা সাব্যস্ত হবে \*তারা থাকবে আগুনে । তারা সেখানে কখনো চিৎকার করবে এবং কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে<sup>১৩৪৯</sup> ।

১০৮। আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী<sup>১৩৫০</sup> থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে । তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন । নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান তা করেই ছাড়েন ।

১০৯। \*আর যাদেরকে সৌভাগ্যবান সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা জাহানে থাকবে । আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে । তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন । এ হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দান<sup>১৩৫১</sup> ।

দেখুন : ক. ৭৮:৩৩; খ. ২১:১০১; গ. ৭৮:২৪; ঘ. ১৫:৪৯ ।

১৩৪৯। ‘যাকীর’ অর্থ দীর্ঘশ্বাস, গাধার চিৎকারের প্রারম্ভ এবং ‘শাহীক’ উহার শেষাংশ, ফোপানী (লেইন) । আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে ভীতু এবং বোকা পঙ্গ গাধার সঙ্গে তুলনা করে এই তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে যে তারা নিজেদের প্রত্যয় বা দৃঢ়-বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে সৎ সাহসী নয় এবং তারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না ।

১৩৫০। কুরআন মজীদের এই বর্ণনা একটি বাগ্ধারা বিশেষ যা দিয়ে অতি দীর্ঘ কালকে নির্দেশ করে । কুরআনের শিক্ষানুযায়ী দোষখ বা জাহানামের শাস্তি চিরস্থায়ী নয় ।

১৩৫১। হিন্দু-ধর্ম মতে স্বর্গ এবং নরক (পুরক্ষার এবং শাস্তি) উভয়েই সীমাবদ্ধ কালের জন্য । মানুষকে তার কর্মফলস্বরূপ কিছু শাস্তি বা পুরক্ষার ভোগ করার পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয় । সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদী ধর্মমতে অ-ইহুদীরা বেহেশ্তে যাবে না এবং ইহুদীরা দোষখের আয়াব মাত্র অল্প কিছু দিন ছাড়া ভোগ করবে না । খৃষ্টধর্মের মতে বেহেশ্ত ও দোষখ উভয়ই চিরস্থায়ী, যদিও তাদের ফেরকা বিশেষ এই বিশ্বাস রাখে যে শেষ পর্যন্ত স্বর্গ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে (তফসীরে কৰীর দেখুন) ।

ইসলাম এই সকল ধর্মমতের বিরুদ্ধে মৌলিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে । ইসলাম ধর্মের মতে জান্নাত বা বেহেশ্ত চিরস্থায়ী এবং জাহানাম বা দোষখ ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত কালের জন্য । ইমাম আহমদ বিন-হাস্বল (রহঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন আমর-বিন-আল-আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হ্যরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ জাহানামের উপর এমন এক সময় আসবে যখন এর দরজাগুলো বাতাসে খট খটাতে থাকবে এবং এর মধ্যে কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না । এর অধিবাসীরা এতে বহু শতাব্দী থাকবার পর এইরূপ ঘটবে (মুসনাদ) ।

এই হাদীস অনুযায়ী জাহানাম সম্পর্কে ‘খালেদীনা’ শব্দ ‘শত শত’ বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এ ব্যাপারে হ্যরত আবদুল্লাহ-বিন-উমর, হ্যরত জাবির (রাঃ) ও ইয়াম হাস্বল (রহঃ) একমত প্রকাশ করেছেন । হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে (বুখারী) । বিখ্যাত ওলমায়ে কেরাম এর মধ্যে ইবনে তাঙ্গিয়া এবং ইবনে কাইয়িম লিখেছেনঃ যদিও দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীদের চিরকাল জাহানামে থাকা উচিত, কিন্তু একদিন আল্লাহর অসীম করুণাবলে দোষখই অস্তিত্বাত্মক হয়ে যাবে এবং যখন জাহানামই থাকবে না তখন এর নিবাসীও থাকবে না (ফাতহ) । কুরআন শরীফে বেহেশ্ত সম্পর্কে ‘পুরক্ষার যা কখনো শেষ হবে না’ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে (৪:১৯; ৮৪:২৬; ৯৫:৭), কিন্তু দোষখ সম্পর্কে এই ধরনের কোন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়নি । অধিকস্তু ১০১:১০-১২ আয়াতসমূহে

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ  
فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِينَ<sup>১৩৪৮</sup>

فَمَا الَّذِينَ شَقَوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا  
رَفِيكُرُ وَشَهِيقٌ<sup>১৩৪৯</sup>

خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ  
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَا رَبَّكَ  
فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ<sup>১৩৫০</sup>

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ  
خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ  
الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَعْطًا غَيْرَ  
مَجْدٍ وَدَرْ<sup>১৩৫১</sup>

[১৪]  
৯

১১০। অতএব এরা যার উপাসনা করে থাকে এর (অসারতা) সম্বন্ধে তোমরা সন্দিহান হয়ে না। এরা ঠিক সেভাবেই উপাসনা করছে যেভাবে এদের পূর্বপুরুষরা আগে থেকে উপাসনা করে আসছে। আর নিচয় আমরা এদেরকে এদের প্রাপ্তি একটুও না কমিয়ে পুরো মাত্রায় দিব।।

১১১। আর <sup>ك</sup>নিচয় আমরা মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর যদি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পূর্ব থেকে দেয়া একটি (ক্ষণার প্রতিশ্রুতির) ঘোষণা না থাকতো তাহলে কবেই তাদের পাট চুকিয়ে দেয়া হতো<sup>১৩২</sup>। আর নিচয় এ সম্পর্কে তারা এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে আছে।

১১২। আর নিচয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক এদের সবাইকে <sup>ك</sup>এদের কর্মফল অবশ্যই পুরোপুরি দিবেন। নিচয় তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সদা অবহিত।

১১৩। <sup>ك</sup>অতএব তুমি এবং তোমার সাথে<sup>১৩৩</sup> যারা তওবা করেছে তাদের নিয়ে তুমি সেভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যেভাবে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিচয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ গভীরভাবে অবলোকন করে থাকেন।

১১৪। আর যারা যুগ্ম করেছে<sup>১৩৪</sup> তোমরা তাদের প্রতি অনুরাগী হয়ে না, নচেৎ আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং (সেই সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের বন্ধু হবে না। এরপর তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

দেখুন : ক. ১১৪৬; খ. ৩৪৫৮; ১৬৪৭; ৩৯৪১; গ. ৪২৪১৬।

জাহানামকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মাত্তগর্তে জ্ঞান যেমন অবিকশিত থাকে (যেই পর্যন্ত না গর্ভস্থ শিশুর দেহ গঠিত হয় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে), একই রূপে জাহানামে নিষ্কিপ্ত হতভাগ্য লোকেরা সেখানে থাকবে যে পর্যন্ত তাদের বৃত্তিগুলো পূর্ণ বিকশিত না হয়ে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং তাঁর দর্শনে সক্ষম হয়।

১৩৫২। মানুষের অপরাধ এতই গুরুতর ছিল যে যদি পূর্ব থেকে এই বিধান নির্ধারিত না থাকতো যে মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি করে অবশেষে আল্লাহ তাআলার ঐশ্বী করুণার পাত্রে পরিণত হওয়া (৭৪১৭; ১১১২০; ৫১৪৭) তবে বহু পূর্বেই তাদেরকে ধৰ্ম করে দেয়া হতো।

১৩৫৩। হয়রাত রসূল আকরম (সাঃ) একা নিজের জীবনকেই ঐশ্বী অভিষ্ঠেতের ছাঁচে গঠন করা তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেননি। তাঁকে এও দেখতে হয়েছিল যে তাঁর প্রতি ঈয়ান আনয়নকারী লোকেরাও যেন তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে চলে। এই উত্তরবিধ গুরুদায়িত্বের গভীর উপলব্ধি-জনিত গুরুভাব তাঁকে অকাল বার্দক্যে উপনীত করেছিল (বায়হাকী)।

১৩৫৪। মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি দূষিত, নীতি-বিবর্জিত ও অসাধু হয় তবে সে আগে বা পরে উক্ত নৈতিক অবনতিতে অবশ্যই আক্রান্ত হবে। অতএব এই আয়াতে মু'মিনগণকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে দুর্নীতিপরায়ণ, পাপী এবং দুষ্টলোকের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, এমন কি তারা ঘনিষ্ঠ আত্মায়নজন হলেও।

فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُوَ كَلَّا  
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ وَإِنَّا لَمُؤْمِنُ بِهِمْ غَيْرَ  
مَنْ قُوْصِ<sup>⑩</sup>

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتَلَفَ  
فِيهِ دَوْلَةٌ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
لَقْضَيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيْفِي شَلَّ<sup>১১</sup> مِنْهُ  
مُرِئِ<sup>১২</sup>

وَرَانَ كُلًا لَمَّا كَلِمَ لَيْوَفِيَنْهُمْ رَبُّكَ  
أَعْمَالَهُمْ لِإِنَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيِيرٌ<sup>১৩</sup>

فَأَشَتِقْمُ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ  
وَلَا تَطْغُوا إِنَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>১৪</sup>

وَلَا تَزَكَّنُوا إِلَيَّ الظَّاهِرَ  
فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلَيَا ظُنْمَ لَا تُنْصَرُونَ<sup>১৫</sup>

★ ১১৫। আর <sup>٩</sup>তুমি দিনের উভয় প্রান্তে এবং দিনের কাছাকাছি রাতের বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় পুণ্য মন্দকে দূর করে দেয়। উপদেশদাতাদের জন্য এ এক বড় উপদেশ।

১১৬। আর তুমি <sup>١٠</sup>ধৈর্য ধর। কেননা আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের পুরক্ষার কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।

১১৭। অতএব তোমাদের আগেকার জাতিদের মাঝে (মানুষকে) নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়ার মত কিছু বুদ্ধিমান লোক কেন হলো না? তবে তাদের মাঝে গুটি কয়েক লোকের কথা ভিন্ন যাদের আমরা রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু যারা <sup>١١</sup>যুলুম করেছিল তাদেরকে যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছিল তারা তাতে মত হয়ে অপরাধী হয়ে গেল।

১১৮। আর তোমার <sup>١٢</sup>প্রভু-প্রতিপালক কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে কখনো ধৰ্ষণ করেন না যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনের (কাজে) রত থাকে।

১১৯। আর <sup>١٣</sup>তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে।

১২০। তবে তাদের কথা ভিন্ন যাদের ওপর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কৃপা করেন। আর এ (কৃপায় ভূষিত করার) জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। <sup>١٤</sup>তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এ বাণী নিশ্চয় পূর্ণ হবে, ‘আমি জাহানামকে অবশ্যই সব (অবাধ্য) জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দিব’।

১২১। আর <sup>١٥</sup>তোমার হৃদয়কে আমরা দৃঢ়তা দান করার জন্যই রসূলদের সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর এসব (সংবাদের মাধ্যমে) তোমার কাছে সত্য ও উপদেশ এসে গেছে এবং (এতে) যুমিনদের জন্য রয়েছে এক (বড়) শিক্ষণীয় উপদেশ।

১২২। আর যারা ঈমান আনে না <sup>١٦</sup>তুমি তাদের বল, ‘তোমরা তোমাদের নিজ অবস্থানে থেকে<sup>١٧</sup> যা পার কর। নিশ্চয় আমরাও করে যাব।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارَةِ ذُلْفَاجًا  
مِنَ الظَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُ  
السَّيِّئَاتِ هُذِلَكَ ذُكْرًا لِلَّهِ أَكْرِيمَ<sup>١٨</sup>

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ  
الْمُخْسِنِينَ<sup>١٩</sup>

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ  
أُولُوا بِقِيَةٍ يَتَّهَمُونَ عَنِ الْفَسَادِ  
الْأَرْضَ رَأَلَّاقِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ  
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرْفُوا فِيهِ وَ  
كَانُوا مُجْرِمِينَ<sup>٢٠</sup>

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ  
وَآهَلُهَا مُصْلِحُونَ<sup>٢١</sup>

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَا يَزَّا الْوَعْنَوْنَ مُخْتَلِفِينَ<sup>٢٢</sup>

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذِلِكَ خَلَقَهُمْ  
وَتَمَّثَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَئَنَ جَهَنَّمَ  
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ<sup>٢٣</sup>

وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْنَاكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ  
مَا نُشِّئُثُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي  
هَذِهِ الْحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذُكْرٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>٢٤</sup>

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اغْمَلُوا  
عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا غَمْلُونَ<sup>٢٥</sup>

দেখুন : ক. ১৭:৭৯; খ. ১২:১১; গ. ১৩:৩৪; ঘ. ৬:১৩২; ২০:১৩৫; ২৬:২০৯; ২৮:৬০; ঙ. ২৪:১৪; ১০:২০; ৪২:৯; চ. ১৫:৪৪; ৩২:১৪; ৩৮:৮৫, ৮৬; ছ. ২৫:৩৩; জ. ৬:১৩৬; ১১:৯৮; ৩৯:৪০।

১২৩। আর \*তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমরাও  
অপেক্ষায় রইলাম।'

وَأَنْتَ تَظُرُّوا جَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

وَإِنَّمَا عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَ  
تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ

১০  
[১৪]  
১০

১২৪। আর \*আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদ্য বিষয় একমাত্র  
আল্লাহরই হাতে এবং সব কিছু তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নেয়া  
হবে। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই ওপর  
ভরসা কর। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের  
কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নন।

দেখুন : ক. ১০৪১০৩; ৩২৪৩১.; খ. ১৬৪৭৮; ২৭৪৬৬; ৩৫৪৩৯।

১৩৫৫। 'মাকানা' শব্দের উৎপত্তি 'কানা' বা 'মাকানা' থেকে এবং এর অর্থ, অবস্থান বা ক্ষমতা (আকরাব)। এই আয়াত দ্বারা বুর্বা যায়,  
যদিও এই সূরায় বর্ণিত ইসলামের চরম বিজয় হওয়া ও অস্তীকারকারীদের অস্তিম পরাজয় ও ব্যর্থমনোরথ হওয়ার ভবিষ্যত্বাণী পূর্ণ হওয়াটা  
বর্তমান অবস্থায় অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয় তবুও আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কাজই অসম্ভব নয় এবং এই ভবিষ্যত্বাণীগুলোও  
নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।